CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-335 ■ 4 September, 2026 ■ আগরতলা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সংঘাত নিরসনে সব ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করে ভারত-বেলজিয়াম ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) ।। আইনের শাসন, আলোচনা ও কূটনীতিতে বিশ্বাস করে ভারত ও বেলজিয়াম। ইউক্রেন থেকে পশ্চিম এশিয়াচলমান সংঘাতগুলির দ্রুত সমাধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টাকে দুই দেশ সমর্থন করে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডি ওয়েভারের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত-বেলজিয়াম সম্পর্কের সবচেয়ে বড় শক্তি হল দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি জানান, দুই দেশ স্টার্টআপগুলির মধ্যে সংযোগ বাড়াচ্ছে এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি চুক্তিতেও পৌঁছেছে। শীঘ্রই ভারত ও বেলজিয়াম অভিবাসন ও গতিশীলতা অংশীদারিত্ব চুক্তিও সম্পন্ন করবে।

মোদি বলেন, "ভারত ও বেলজিয়াম উভয়েই আইনের শাসন, আলোচনা ও কূটনীতিতে বিশ্বাস করে। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়াআমরা সংঘাতের দ্রুত সমাধান ও শান্তির জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি। সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা আমাদের যৌথ অঙ্গীকার।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে ভারত-বেলজিয়াম অংশীদারিত্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পরিধি প্রচলিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে প্রতিরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির মতো কৌশলগত ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিশেষ করে জোরাওয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করছে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রকল্প গড়ে তুলতেও সহযোগিতা করছে ভারত ও বেলজিয়াম।

ভারত ও বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন মোদি। তিনি বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামে হাজার হাজার ভারতীয় সেনার সাহস ও আত্মত্যাগ দুই দেশের অভিন্ন স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাজার অর্থনীতি এবং শক্তিশালী জন-সম্পর্ক দুই দেশকে স্বাভাবিক অংশীদারে পরিণত করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে ভারত-বেলজিয়াম সম্পর্কের 'গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ' হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, দুই দেশ সামরিক আদান-প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই দেশের সরকার ও প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

বিজেপি-তিপরা মথা জোট নিয়ে দিল্লিতে অমিত শাহের বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন টিটিএএডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তিপরা মথা পার্টির (টিএমপি) প্রস্তাবিত নির্বাচনী জোট নিয়ে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সভাপতিত্ব করবেন বলে সূত্রের খবর।

বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা, তিপা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা, প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা এবং টিএমপি বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার। ত্রিপুরার লোকসভা সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার দেবও বৈঠকে অংশ নিতে পারেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি-টিএমপি নির্বাচনী সমঝোতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। জোটের কাঠামো, আসন সমঝোতা এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় জানিয়েছেন, দিল্লির বৈঠক জোটের কৌশল চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে টিএমপির অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি আশাবাদী।

নির্বাচনী প্রস্তুতির ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজে দিল্লির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলেও জানিয়েছেন অভিষেক দেবরায়। তাঁর আশা, দিল্লির আলোচনায় ইতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে দলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি, নির্বাচনী কৌশল এবং দলীয় সমন্বয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ ছাড়াও রাজ্য সহ-সভাপতি অমিত রক্ষিত, তাপস মজুমদার, অজন্তা ভট্টাচার্য, উত্তরা দেববর্মা এবং তাপস ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে বিজেপি-টিএমপি জোট নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনার মধ্যেই আদিবাসী জমির অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিফিন পিরিয়ডে নবম শ্রেণির ছাত্রকে ছুরি দিয়ে আঘাত আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। স্কুল চলাকালীন টিফিনের বিরতির সময় নবম শ্রেণির এক ছাত্রের ঘাড়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্র অনির্বান ধর। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাশহরের বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, আহত ছাত্র অনির্বান ধর (১৫) বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিফিনের সময় দুই বন্ধুর সঙ্গে স্কুলে বসে কথা বলছিল অনির্বান। সেই সময় দশম শ্রেণির এক ছাত্রী তাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা প্রশ্ন করে, তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে কেন। অনির্বান বিষয়টি অস্বীকার করে জানায়, তারা ওই ছাত্রীকে চেনেই না এবং তাকে নিয়ে হাসাহাসিও করেনি।

অভিযোগ, এরপরই ওই ছাত্রী নিজের ব্যাগ থেকে একটি ছুরি বের করে অনির্বানের বাম ঘাড়ে আঘাত করে। ছুরির আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং অনির্বান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাটি দেখে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনা গায়েব, ওসি-সেকেন্ড ওসি সহ চার পুলিশকর্মী ক্লোজড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ সেপ্টেম্বর ।। স্বর্ণালংকার গায়েব হয়ে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশালগড় থানায় বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। থানার ওসি বিজয় দাস, সেকেন্ড ওসি সুপ্রতিম দে, এসআই বাণীজয় রিয়াং এবং কনস্টেবল বাহার মিয়াকে ক্লোজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় থানায় মামলা নম্বর ৭৩/২০২৬ নথিভুক্ত হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে পুলিশ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগের সূত্রপাত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সোনামুড়া-মেলাঘর এলাকার একটি পরিবার অসুস্থ স্বজনের চিকিৎসার জন্য পারিবারিক স্বর্ণালংকার বিক্রির উদ্দেশ্যে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বিশালগড় কলেজ সংলগ্ন এলাকায় তাদের গাড়ি আটক করে পুলিশ। তল্লাশির সময় গাড়ি থেকে তিন কেজিরও বেশি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয় বলে অভিযোগ।

এরপর গাড়িটিকে একটি চা-বাগান এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে পুলিশের নির্দেশে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসা হয় বলে অভিযোগকারীদের দাবি। থানায় দীর্ঘ সময় ধরে গাড়িতে থাকা স্বর্ণালংকার নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও গাড়িতে থাকা স্বর্ণালংকার আর পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের বিরুদ্ধে স্বর্ণালংকার আত্মসাতের গুরুতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার নদী-ছড়া ধ্বংসের পথ তৈরি হচ্ছে

বালি উত্তোলন নিয়ে সরকারকে নিশানা জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। বালি উত্তোলনের অনুমতিপত্র দেওয়ার দায়িত্ব বন দফতরের কাছ থেকে শিল্প দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, সরকারের এই সিদ্ধান্ত 'ভুল' এবং এর ফলে ত্রিপুরার পরিবেশের উপর গুরুতর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

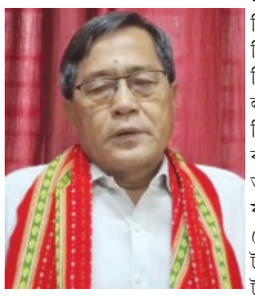

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বালি উত্তোলনের বিষয়টি সরাসরি নদীর বাঁধ, নাব্যতা, নদীভাঙন, পাহাড়ের স্থায়িত্ব এবং সবুজ আচ্ছাদন সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। তাই বালি উত্তোলনের অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব বন ও পরিবেশ দফতরের কাছেই থাকা উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

শিল্প দফতর কীভাবে এই ধরনের পরিবেশগত বিষয় পরিচালনা করবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তের ফলে শাসক দলের একাংশের হাতে কোটি কোটি টাকা জমা হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

সম্প্রতি আয়োজিত 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা' অনুষ্ঠান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। প্রায় ১,২০০ জন বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং কয়েক লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ নিয়ে যে দাবি করা হয়েছে, তার বাস্তবতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিভিত্তিক 'সর্বহারা ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংস্থার পেইড-আপ ক্যাপিটাল মাত্র ১ লক্ষ টাকা হলেও ত্রিপুরায় প্রায় ৫০ কোটি টাকার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনার সঙ্গে সংস্থাটির নাম যুক্ত রয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

প্রস্তাবিত 'ওপেন স্কুল বোর্ড' নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাল পরিবহণে নতুন দিশা

বিমানবন্দরে অ্যাপভিত্তিক ক্যাব পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার পথে আরও একধাপ এগোল ত্রিপুরা। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে (এমবিবি) চালু হল অ্যাপভিত্তিক ক্যাব পরিষেবা উবার এবং পর্যটন তথ্যকেন্দ্র। আজ পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন।

শুধু বিমানবন্দরেই নয়, ভার্চুয়াল সংযোগের মাধ্যমে আগরতলা রেলস্টেশন এবং জগন্নাথনগর রেলস্টেশনকেও এই পরিষেবার আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। ফলে বিমানবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ দুই রেলস্টেশনে আগত যাত্রীরা একইসঙ্গে অ্যাপের মাধ্যমে ক্যাব বুক করার সুবিধা পাবেন।

নতুন এই পরিষেবার ফলে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনে কয়েকটি ক্লিকেই ক্যাব বুক করতে পারবেন যাত্রীরা। এতে শেষ মুহূর্তে গাড়ি খোঁজার সমস্যা কমার পাশাপাশি প্রচলিত পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা এবং ভাড়া নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনাও কমবে।

অন্যদিকে, বিমানবন্দরে চালু হওয়া পর্যটন তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্যে আসা পর্যটকরা বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর 'হস্তক্ষেপের' প্রতিবাদে কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। পুলিশপ্রধান অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয় এই কর্মসূচি থেকে। পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস।

সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জয়নগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অবলা চৌমুহনী পর্যন্ত মিছিল করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পুলিশ প্রশাসনের অনুমোদিত নির্ধারিত সীমার মধ্যেই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, নীলকমল সাহা, পৃথা দেব, রূপা রায় দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় ৩ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি এলাকায় পাথর বোঝাই একটি লরি থেকে প্রায় ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমসিবি পুলিশ, বাইখোড়া থানার পুলিশ এবং জোলাইবাড়ি আউটপোস্টের পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় টিআর-০৫-এইচ-১৮১৩ নম্বরের একটি পাথর বোঝাই লরিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে লরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজার আগে যানজট নিয়ন্ত্রণে পুরনো মোটরস্ট্যান্ড পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর ।। দুর্গাপূজার আগে আগরতলা শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের যানজটপ্রবণ এলাকা পুরনো মোটরস্ট্যান্ড বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করেন তিনি।

মেয়রের সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ, কর্পোরেটর রত্না দত্ত-সহ পুর নিগমের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় ট্রাফিক দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরেই পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় যানজট নিত্যদিনের সমস্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ভাসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ।। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তের নাম গৌতম ঘোষ (৪৪)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, কাঠালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সা উল্টে চার বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর ।। ই-রিক্সা উল্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হল মাত্র তিন বছরের এক শিশুকন্যার। হৃদয়বিদারক এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগরের বাসিন্দা রুপন পালের তিন বছরের শিশুকন্যা পরিবারের সঙ্গে ই-রিক্সায় করে বাড়ি ফিরছিল। পথে বড়ুয়াকান্দি ১ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন ত্রিবেণী স্কুলের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ই-রিক্সাটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় শিশুটি গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার পর শিশুটির নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শিশুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তবে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে শিশুকন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসী। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় নেমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 04-09-2026, 00:23

জাগরণ আগরতলা,৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১৭ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণী নক্ষত্রে মথুরার কংসের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জন্ম নিয়াছিলেন সনাতন ধর্মের প্রাণপুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আজ সেই মহাপুণ্য তিথিপবিত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও নৈতিকতার এক শাশ্বত স্মারক হিসাবে এই দিনটি বিশ্বজুড়িয়া পরম শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হইতেছে।শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না; তাহা ছিল এক ঐশ্বরিক মিশন। তৎকালীন সমাজ যখন কংসের মতো অত্যাচারী ও অহংকারী শাসকের অন্যায়, অবিচার এবং অধর্মের ভারে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ধর্ম সংস্থাপন ও সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই কালজয়ী বাণী"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত..." স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সমাজে যখনই অন্যায়ের অন্ধকার গ্রাস করে, তখনই সত্য ও ন্যায়ের আলো প্রতিষ্ঠা করিতে ঈশ্বরের অবতারের আগমন ঘটে। জন্মাষ্টমী উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সমাজের সব স্তরের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধে। ভারতের মথুরা ও বৃন্দাবন থেকে শুরু করিয়া বাংলাদেশ এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণায়, বিশেষ করিয়া ইসকন মন্দিরগুলিতে এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বিপুল উদ্দীপনা দেখা যায়। ভক্তরা দিনভর ব্রত ও উপবাস পালন করিয়া মধ্যরাতে কৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তে বিশেষ পূজাপাঠ ও কীর্তনে মগ্ন থাকেন।কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে স্মরণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'দহি হান্ডি' বা হাঁড়ি ভাঙার প্রতিযোগিতা এবং ঐতিহ্যবাহী 'রাসলীলা' নাটকের আয়োজন করা হয়, যাহা সমাজে আনন্দ ও ঐক্যের বার্তা ছড়ায়। আজকের আধুনিক যুগে যখন স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক অবক্ষয় চারপাশকে গ্রাস করিতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে দেওয়া তাঁহার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-র নিষ্কাম কর্মের বাণী এবং ন্যায়ের পক্ষে লড়িবার আহ্বান আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি পদে পথ দেখায়। কৃষ্ণের প্রেম ও ভক্তির দর্শন মানুষকে শেখায় কীভাবে জাতপাত ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। জন্মাষ্টমী কেবল একটি তিথি বা উৎসব উদযাপনের দিন নয়, এটি আমাদের অন্তরের 'কংস' রূপী অহংকার, লোভ ও দ্বেষকে বধ করিয়া আত্মশুদ্ধি অর্জনের দিন। আসুন, এই পবিত্র দিনে আমরা শপথ নিইসমাজ থেকে সব প্রকার অন্যায় ও বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া একটি শান্তিময়, সুন্দর এবং মানবিক পৃথিবী গড়িয়া তুলি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথিতে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও মঙ্গলে ভরিয়া উঠুক।

ভক্তকুল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি, ঐশ্বরিক কৃপা এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়া পালন করিয়া থাকেন। সনাতন ধর্মে এই পুণ্য তিথির মাহাত্ম্য অপরিসীম। শাস্ত্র ও পুরাণ অনুসারে ভক্তরা বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়া এই ব্রত উদযাপন করেন। প্রকৃত ও নিষ্কাম ভক্তরা কোনো জাগতিক ফলের আশা করেন না। তাদের মূল লক্ষ্য হইলো "কেবল ভগবানকে ভালোবাসিয়া এবং তাঁহার চরণে প্রেমভক্তি বৃদ্ধির" জন্য ব্রত পালন করা। শাস্ত্রীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করিলে মানুষকে আর এই জড় জগতে পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না এবং পরম গতি বা মুক্তি লাভ ঘটে। ভক্তদের বিশ্বাস, নিষ্ঠার সাথে উপবাস ও কৃষ্ণনাম জপ করিলে বিগত জন্মের সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং অন্তরের অন্ধকার দূর হইয়া আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।প্রতি বছর নিয়ম মানিয়া জন্মাষ্টমী পালন করিলে পরিবারে রোগব্যাধি দূর হয় এবং সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।কংসের অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভক্তরা প্রার্থনা করেন যেন তাহাদের জীবনের সমস্ত অশুভ শক্তি ও বাধার বিনাশ ঘটে। কৃষ্ণের প্রিয় উপাচার যেমনমাখন, মিছরি, বাঁশি বা ময়ূরের পালক অর্পণ বা ঘরে আনার মাধ্যমে ভক্তরা দাম্পত্য সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির প্রত্যাশা করেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম ও ধর্মের পথ দেখিয়াছেন, তাহা নিজের জীবনে প্রয়োগ করিবার শক্তি প্রার্থনা করেন ভক্তরা।দহি হান্ডি, নগর কীর্তন ও উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে আনন্দ ভাগ করিয়া নেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি আরও দৃঢ় হয়। সব মিলাইয়া, পুরাণ অনুসারে জন্মাষ্টমীর আসল উদ্দেশ্য কেবল উপবাস নয়, বরং "নিজের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির জন্ম হওয়াই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।"

বনাঞ্চলের কাঠ পাচারের অভিযোগ, উদ্ধার প্রায় ২০ ফুট সেগুন কাঠ

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধভাবে কাঠ পাচারের অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এরই মধ্যে বনদপ্তরের অভিযানে কুমারঘাট মহকুমার মাছমারা রেঞ্জের অন্তর্গত রামদুলা পাড়া এলাকা থেকে প্রায় ২০ ফুট অবৈধ সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়েছে।

জানা গেছে, বনদপ্তরের অধীন পেচারতল এপিও ইউনিটের কর্মীরা অভিযান চালিয়ে এই কাঠ উদ্ধার করেন। তবে অভিযানের সময় কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করে বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান গাছ কেটে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। এই ধরনের অবৈধভাবে গাছ কাটা ও কাঠ পাচারের ফলে উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের পরিবেশ ও বনসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, একটি সংঘবদ্ধ চক্র পরিকল্পিতভাবে বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান গাছ কেটে পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রামদুলা পাড়া এলাকা থেকে প্রায় ২০ ফুট সেগুন কাঠ উদ্ধারের ঘটনায় সেই অভিযোগ ফের সামনে এসেছে।

বনসম্পদ রক্ষায় কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ও নিয়মিত অভিযান চালানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। তাদের বক্তব্য, শুধু অবৈধ কাঠ উদ্ধার করলেই হবে না; এর সঙ্গে জড়িত মূল পাচারচক্র, কাঠ কাটার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং তাদের সহযোগীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

স্থানীয়দের আশা, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে অভিযান আরও জোরদার করা হলে অবৈধভাবে গাছ কাটা ও কাঠ পাচারে লাগাম টানা সম্ভব হবে এবং সংরক্ষিত বনসম্পদ রক্ষা করা যাবে।

শিশু কৃষ্ণ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক চরিত্রে জীবনের নানা পাঠ

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণ কি কেবল ভক্তির ভগবান? নাকি তিনি মানুষের জীবনের নানা পর্যায়, সংকট ও নৈতিক দ্বন্দ্বের এক বহুমাত্রিক শিক্ষক? শিশু কৃষ্ণের দুষ্টুমিতে যে আনন্দ, গোপালের জীবনে যে প্রকৃতির সান্নিধ্য, মথুরায় যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, দ্বারকায় যে রাষ্ট্রচিন্তা এবং কুরুক্ষেত্রে যে দর্শনসব মিলিয়েই তৈরি হয়েছে কৃষ্ণের পূর্ণ চরিত্র। জন্মাষ্টমী এলেই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিসরে যেন এক বিশেষ আবহ তৈরি হয়। মন্দিরে ভক্তসমাগম, কীর্তন, ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, মধ্যরাত্রির জন্মোৎসবসব মিলিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়। ভারতের সরকারি পর্যটন-সংস্কৃতি সংক্রান্ত তথ্যেও জন্মাষ্টমীকে কৃষ্ণের জন্ম উদ্যাপনের পাশাপাশি গীতাপাঠ, নৃত্যনাট্য, ভক্তিগান ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু জন্মাষ্টমীর আসল প্রশ্ন উৎসবের পরেই শুরু হয়। আমরা যে কৃষ্ণের জন্ম উদ্যাপন করি, সেই কৃষ্ণের জীবন থেকে কী শিখি?

শিশু কৃষ্ণ থেকে ভগবান কৃষ্ণ এই দীর্ঘ যাত্রাপথ আসলে মানুষের জীবনকেই যেন প্রতিফলিত করে। আনন্দ থেকে দায়িত্ব, স্বাধীনতা থেকে কর্তব্য, ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং শেষ পর্যন্ত আত্মজ্ঞানকৃষ্ণের চরিত্রের বিভিন্ন পর্বে জীবনের বিভিন্ন পাঠ ছড়িয়ে আছে।

কৃষ্ণের বাল্যজীবনের অন্যতম পরিচিত রূপ 'লীলাময়' কৃষ্ণ। মাখনচুরি, গোপালদের সঙ্গে খেলাধুলা, যশোদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কএসব কাহিনি ভারতীয় লোকস্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত। এই শিশুকৃষ্ণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনবোধ রয়েছেজীবনকে কেবল দায়িত্বের বোঝা করে তোলা নয়, আনন্দের মধ্যেও তাকে আবিষ্কার করা। আধুনিক সমাজে শিশুর শৈশব ক্রমশ প্রতিযোগিতার চাপে আক্রান্ত হচ্ছে। পড়াশোনা, পরীক্ষা, র‍্যাঙ্ক, ক্যারিয়ার সব কিছুর হিসাব যেন শিশুকাল থেকেই শুরু। ফলে খেলা, প্রকৃতি, বন্ধুত্ব এবং সৃজনশীলতার জন্য সময় কমছে। কৃষ্ণের বাল্যকাহিনি অবশ্য কোনও আধুনিক শিক্ষানীতির বিকল্প নয়। কিন্তু প্রতীকী অর্থে এটি মনে করিয়ে দেয়মানুষের বিকাশ শুধু পরীক্ষার নম্বর বা ভবিষ্যৎ পেশাগত সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আনন্দ, কৌতূহল ও সৃষ্টিশীলতাও মানুষের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে ঘিরে রয়েছে গোপালজীবন, গরু, যমুনা, বৃক্ষ, বন ও গ্রামীণ পরিবেশ। কৃষ্ণের এই রূপ আজকের পরিবেশ-সংকটের সময়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ দেয়। জলবায়ু পরিবর্তন, নদীদূষণ, বন উজাড় এবং জীববৈচিত্র্যের সংকট যখন মানবসভ্যতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণের বৃন্দাবনকে আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের সরাসরি মডেল বলা অবশ্যই অতিরঞ্জিত হবে। কিন্তু তাঁর লোকজ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষের যে সহাবস্থান দেখা যায়, তা পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের একটি সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণা হতে পারে। শিশু কৃষ্ণের আনন্দময় রূপের পরেই তাঁর জীবনে আসে অন্য একটি অধ্যায়। মথুরার অত্যাচারী শাসক কংসের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান কৃষ্ণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত করেছে। ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাঁর জন্মকাহিনির সঙ্গে কংসের অত্যাচার এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই কাহিনির আধুনিক পাঠ কী? অন্যায়কে স্বাভাবিক বলে মেনে না নেওয়া। সমাজে যখন অন্যায় ঘটে, তখন কেবল নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে নীরব থাকা সহজ। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কঠিন। কৃষ্ণের কাহিনি সেই নৈতিক সাহসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ হল সংবিধান, আইন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক উদ্যোগ। পুরাণের কাহিনিকে আক্ষরিক রাজনৈতিক নির্দেশে পরিণত করা নয়; তার নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণকে কেবল বাঁশিওয়ালা বা যোগেশ্বর হিসেবে দেখলে তাঁর চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মহাভারতের কৃষ্ণ একজন কৌশলী, দূরদর্শী এবং বাস্তববাদী চরিত্রও। দ্বারকার কৃষ্ণ আমাদের আরেকটি শিক্ষা দেনজীবন কেবল আবেগ দিয়ে পরিচালিত হয় না; সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তবতারও সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন কিংবা ব্যক্তিগত জীবনসব ক্ষেত্রেই আবেগ ও বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। আদর্শ থাকা দরকার, কিন্তু সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কৌশল, ধৈর্য ও দূরদর্শিতাও প্রয়োজন। আজকের নেতৃত্বের সংকটের সময়ে এই শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নেতৃত্ব মানে শুধু সামনে দাঁড়ানো নয়; কখন কোথায় কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কখন পিছিয়ে আসতে হবে এবং কখন বৃহত্তর স্বার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবেসেটিও নেতৃত্বের অংশ। কৃষ্ণের জীবনের সবচেয়ে দার্শনিক অধ্যায় শুরু হয় কুরুক্ষেত্রে। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে আত্মীয়তার বন্ধন। এই সংকট থেকেই গীতার সংলাপ। আজকের মানুষের কুরুক্ষেত্র অবশ্য ভিন্ন।কারও যুদ্ধ কর্মজীবনে, কারও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে, কারও সম্পর্কের টানাপোড়েনে, কারও নিজের ব্যর্থতা ও হতাশার সঙ্গে।কিন্তু একটি জায়গায় মিল রয়েছেসিদ্ধান্তহীনতা ও নৈতিক দ্বন্দ্ব। গীতার গুরুত্ব এখানেই। কৃষ্ণ অর্জুনকে শুধু যুদ্ধ করতে বলেননিতিনি কর্ম, জ্ঞান, আত্মসংযম, কর্তব্য ও আত্মোপলব্ধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই কারণেই গীতাকে কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে দেখলে তার দার্শনিক ব্যাপ্তি কমে যায়।

আধুনিক জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির একটি হল ফলাফল নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ। পরীক্ষায় কত নম্বর পাব? চাকরি হবে তো? ব্যবসায় কত লাভ হবে? অন্যরা আমাকে কীভাবে দেখছে? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কত 'লাইক' পেলাম? এই ফলকেন্দ্রিক মানসিকতা মানুষকে ক্রমশ অস্থির করে তুলছে। গীতার কর্মযোগ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক শিক্ষা দেয়মানুষ তার কর্মে মনোযোগ দিক; ফলের প্রতি অন্ধ আসক্তি যেন কর্মকে নিয়ন্ত্রণ না করে। কর্মযোগকে হিন্দু দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে কর্তব্য ও কর্মের সঙ্গে ফলের প্রতি অনাসক্তির ধারণা যুক্ত। এর আধুনিক অর্থ হতে পারেসাফল্যের নিশ্চয়তা না থাকলেও প্রস্তুতি থামানো যাবে না; ফল অনিশ্চিত হলেও কর্তব্য থেকে সরে যাওয়া যাবে না।

বর্তমান সময়ে মানুষের হাতে অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এসেছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার সঙ্গে আত্মসংযমের সামঞ্জস্য সবসময় তৈরি হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি গুজব কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। ক্ষণিকের রাগে লেখা একটি মন্তব্য বহু মানুষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। তথ্যের যুগে তাই শুধু জ্ঞান নয়, বিচারবোধ ও আত্মসংযমও জরুরি। কৃষ্ণের দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিজের মন ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বা প্রযুক্তি-ব্যবহারের ভাষায় এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সমতা টানা ঠিক হবে না; কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক শিক্ষা আজও নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। প্রেমের কৃষ্ণ এবং মানুষের সম্পর্ক

কৃষ্ণের চরিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রেম। রাধা-কৃষ্ণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতীয় সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি থেকে ভারতের নানা প্রান্তের কৃষ্ণভক্তিপ্রেম ও ভক্তির এক বিশাল সাংস্কৃতিক জগৎ কৃষ্ণকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আজকের দ্রুতগতির জীবনে মানুষের সম্পর্কও অনেক সময় অস্থির হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিস্বার্থ, অহংকার, অবিশ্বাস ও সামাজিক চাপ সম্পর্ককে দুর্বল করে। কৃষ্ণের প্রেমের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা তাই কেবল ধর্মীয় নয়; এটি মানুষের আবেগ, বিশ্বাস, আকর্ষণ ও আত্মসমর্পণের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতারও অংশ। কৃষ্ণের জীবনকে যদি এক রেখায় দেখা যায়, তাহলে বিস্ময়কর একটি পরিবর্তন চোখে পড়ে। শিশু কৃষ্ণ খেলছেন। গোপাল কৃষ্ণ প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠছেন। মথুরার কৃষ্ণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। দ্বারকার কৃষ্ণ রাষ্ট্র ও কূটনীতির জটিলতা সামলাচ্ছেন। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ সারথি হয়ে অর্জুনকে পথ দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভূমিকা বদলেছে। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে একটি বিষয় অপরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী কর্তব্য পালন। আধুনিক মানুষের জীবনেও ভূমিকা প্রতিনিয়ত বদলায়। একজন মানুষ একই সঙ্গে সন্তান, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মী, নাগরিক কিংবা উদ্যোক্তা হতে পারেন। প্রতিটি ভূমিকায় দায়িত্ব আলাদা। কৃষ্ণের জীবন তাই আমাদের শেখায়একটি পরিচয়ে মানুষকে আটকে রাখা যায় না। জীবনের প্রতিটি পর্যায় নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসে।

২০২৬ সালের জন্মাষ্টমী নিয়ে দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে। প্রচলিত পঞ্জিকা অনুযায়ী ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী পালিত হচ্ছে; তবে তিথি ও নিশীথকাল নিয়ে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে পালনপদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। উৎসব অবশ্যই থাকবে। আনন্দ থাকবে। পূজা থাকবে। কীর্তন থাকবে। শিশুরা কৃষ্ণ সেজে অনুষ্ঠান করবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আত্মসমীক্ষাটুকুও থাকে? যদি একজন মানুষ জন্মাষ্টমীর দিন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবেন না? যদি একজন তরুণ ব্যর্থতার ভয়ে নিজের চেষ্টা বন্ধ না করেন? যদি একজন নাগরিক ভিন্নমতকে শত্রু না ভাবেন? যদি একজন অভিভাবক সন্তানের উপর অযথা সাফল্যের চাপ না দিয়ে তার আনন্দ ও সৃজনশীলতার মূল্য বোঝেন? যদি একজন নেতা ক্ষমতাকে অধিকার নয়, দায়িত্ব হিসেবে দেখেন? তাহলে জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য নিঃসন্দেহে আরও গভীর হবে। কৃষ্ণকে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু কৃষ্ণের দর্শনকে বোঝার জন্য প্রশ্ন করা, বিশ্লেষণ করা এবং নতুন সময়ের সঙ্গে তার সংলাপ তৈরি করাও জরুরি। গীতার শিক্ষা আধুনিক সমস্যার সরাসরি সমাধান নয়। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত বৈষম্য বা রাষ্ট্র পরিচালনার জটিল সমস্যার সমাধান কেবল ধর্মীয় দর্শন দিয়ে সম্ভব নয়। এগুলির জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান, নীতি, প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়া। কিন্তু মানুষ সেই প্রতিষ্ঠান ও নীতিগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করবেসেখানে নৈতিকতার প্রশ্ন এসে যায়। আর সেখানেই কৃষ্ণের প্রাসঙ্গিকতা।

শিশু কৃষ্ণ আমাদের শেখান আনন্দ। গোপাল কৃষ্ণ শেখান প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক। কংসবধের কৃষ্ণ শেখান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস। দ্বারকার কৃষ্ণ শেখান বাস্তববোধ ও নেতৃত্ব। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ শেখান কর্তব্য ও আত্মসংযম। আর যোগেশ্বর কৃষ্ণ শেখান নিজেকে জানার পথ। তাই কৃষ্ণকে কেবল জন্মাষ্টমীর মধ্যরাত্রিতে স্মরণ করলে তাঁর পূর্ণতা ধরা পড়ে না। কৃষ্ণকে খুঁজতে হয় জীবনের প্রতিটি সংকটেযেখানে আনন্দের প্রয়োজন, সেখানে শিশুকৃষ্ণে; যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রয়োজন, সেখানে মথুরার কৃষ্ণে; যেখানে সিদ্ধান্তের সংকট, সেখানে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণে। জন্মাষ্টমীর আসল আলো তাই প্রদীপে নয়, মানুষের বিবেকে। হাজার বছর পেরিয়ে আজও কুরুক্ষেত্রের প্রশ্নটি যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেসংকটের মুহূর্তে আমরা কোন পথ বেছে নেব? উত্তরটি হয়তো প্রত্যেক মানুষকে নিজের মধ্যেই খুঁজতে হবে। সেই আত্মঅনুসন্ধানের নামই হয়তো কৃষ্ণ।

রাইন, কোলাঘাট,
পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১১৩০
মোবাইল- ৭৮৭২১৭৭৭৭১

স্ট্যালিন; স্নায়ুযুদ্ধ এবং রাধাকৃষ্ণন...........

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

আজকের পরিবর্তিত ভূ- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আন্তর্জাতিক কূটনীতি; রাষ্ট্রদর্শন এবং বিশ্বশান্তির রসায়ন পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে; তখন ইতিহাসের পাতা উল্টে একজন ভারতীয় দার্শনিকের কূটনৈতিক অভিযাত্রার দিকে তাকানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। তিনি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। ভারতে তিনি মূলত শিক্ষক; পন্ডিত এবং আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রতি বছর ৫ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় পাঠক মহলের কাছে যা প্রায় অধরাই রয়ে গেছে তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -উত্তর চরম উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং 'কোল্ড ওয়ার' বা 'স্নায়ুযুদ্ধের' আঁতুড়ঘরে দাঁড়িয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সেই অভূতপূর্ব রূপান্তর একজন প্রজ্ঞাবান দার্শনিক থেকে বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রধান স্থপতি হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

আন্তর্জাতিক স্তরে রাধাকৃষ্ণনের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকার প্রথম বড় সাফল্য আসে ইউনেস্কোর-র মঞ্চে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যখন ইউনেস্কো গঠিত হচ্ছে; তখন মানবজাতির সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে কয়েকজন চিন্তাবিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। ১৯৪৮ সালে তিনি ইউনেস্কোর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের সভাপতি হন।পাশ্চাত্য চালিত আন্তর্জাতিক সংস্থায় একজন এশীয় চিন্তাবিদের এই শীর্ষ অবস্থান কেবল ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেনি; বরং প্রাচীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনার মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছিলেন যে; কেবল রাজনৈতিক চুক্তি বা অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্থায়ী বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়; তার জন্য প্রয়োজন 'মানব জাতির সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংহতি'। তবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল মস্কোয়; ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে (১৯৪৯- ১৯৫২)। সেই সময়টি ছিল স্নায়ুযুদ্ধের চরমতম পর্ব। একদিকে জোসেফ স্ট্যালিনের লৌহকঠিন একনায়কতন্ত্র; অন্যদিকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্যাপিটালিস্ট ব্লক।ভারত তখন সদ্য স্বাধীন; নতুন পররাষ্ট্রনীতি 'জোট-নিরপেক্ষতা'-র) জন্ম দিচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব ভারতের এই অবস্থানকে সন্দেহের চোখে দেখত; আবার সোভিয়েত ইউনিয়নও ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী বলেই মনে করত। এই প্রবল অবিশ্বাস ও জটিল কূটনৈতিক পরিবেশে জহরলাল নেহেরু মস্কোয় পাঠান একজন দার্শনিককে— যিনি জীবনে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক পদ সামলাননি।

মস্কোয় রাধাকৃষ্ণনের কার্যক্রম কূটনীতির প্রচলিত সমস্ত ব্যাকরণ ভেঙে দিয়েছিল। তিনি কূটনৈতিক কোড ও প্রোটোকল মেনে চলতেন না; বরং নিজের বিছানায় শুয়ে-বসে রাত পর্যন্ত বই পড়তেন এবং প্রাচ্য দর্শন নিয়ে ভাবতেন। কিন্তু যখন স্ট্যালিন সরকারের শীর্ষ কর্তাদের সাথে আলোচনায় বসতেন; তাঁর প্রজ্ঞা ও ঋজুতা মস্কোর কূটনৈতিক মহলকে স্তম্ভিত করে দিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং অপ্রতিরোধ্য শাসক জোসেফ স্ট্যালিন অত্যন্ত কম বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু তিনি ডঃ রাধাকৃষ্ণন কে দু'বার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই স্ট্যালিনকে চমকে দিয়ে রাধা কৃষ্ণন বলেছিলেন; "আমাদের ভারতে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন; যিনি শত্রুদের নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনুতপ্ত হন।" ইতিহাসবিদদের মতে; রাধাকৃষ্ণন সরাসরি সম্রাট অশোক কুলঙ্গ যুদ্ধের উদাহরণ দিয়ে স্ট্যালিনের স্বৈরাচারী শাসনের ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না করে রাধাকৃষ্ণনের এই অসীম সাহসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে যখন রাধা কৃষ্ণন মস্কো ত্যাগ করে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করতে আসেন; তখন স্ট্যালিন সব প্রোটোকল ভেঙে গভীর রাতে তাঁকে বিদায় জানাতে আসেন। বিদায় বেলায় স্ট্যালিনের মাথায় হাত রেখে রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন; " ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।" অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে স্ট্যালিন মন্তব্য করেছিলেন; আমি দীর্ঘ জীবন চাই না; আমি শুধু মানুষের সেবা করে যেতে চাই। আপনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাকে রক্তচক্ষু শাসক হিসেবে না দেখে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখেছেন।

স্নায়ুযুদ্ধের সেই বিপদজনক মুহূর্তে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে সুদৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল; তার পেছনে নেহেরুর নীতি যেমন ছিল; তেমনই মূল চালিকাশক্তি ছিল রাধাকৃষ্ণনের এই 'ফিলোসফার ডিপ্লোমেসি। পশ্চিমের সংবাদমাধ্যম ও আমেরিকার কূটনীতিবিদরা যখন ভারতকে কমিউনিস্টপন্থী মনে করেছিল; তখন রাধাকৃষন ওয়াশিংটন ও লন্ডনে গিয়ে অত্যন্ত সুচতুরভাবে ভারতের স্বাধীনতা রাষ্ট্রনীতির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশ্বকে বুঝিয়েছিলেন যে; ভারত কোনো শক্তিজোটের তাবেদার নয়;বরং ভারত একটি নৈতিক শক্তি' হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এর পাশাপাশি; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইস্টার্ন রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স-' এর স্প্যাল্ডিঙ অধ্যাপক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তিনি কেবল ভারতীয় দর্শন পড়াতেন না; বরং আধুনিক পশ্চিমকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিকতা কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়; তা হলো যুক্তিনির্ভর এবং বিশ্বজনীন মানবতাবাদের চর্চা। বার্টান্ড রাসেল; অলডাস হাক্সলি; বা অ্যালবার্ট সুইটজারের মতো পাশ্চাত্য মনীষীদের সাথে তাঁর চিঠিপত্র ও আলোচনা আন্তর্জাতিক চিন্তাজগতে ভারতের মর্যাদা অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

আজকের একমেরু বা বহুমুখী বিশ্বের সমীকরণ যখন প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে; তখন রাধা কৃষ্ণনের কূটনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের শেখায় যে; আন্তর্জাতিক কূটনীতি কেবল অস্ত্র প্রতিযোগিতা; অর্থনৈতিক শুল্ক বা ভূ- রাজনৈতিক কৌশলের খেলা নয়। প্রকৃত কূটনীতি হল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং নৈতিক অবস্থান গ্রহণের শিল্প। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিশ্বমঞ্চে কেবল ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন না; তিনি ছিলেন অখণ্ড মানবজাতির প্রজ্ঞার প্রতিনিধি। একজন শিক্ষক কিভাবে ক্লাসরুমের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বকে নৈতিকতার পাঠ শেখাতে পারেন এবং স্নানযুদ্ধের জটিল রাজনীতিকে নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে পারেন; আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণনের এই অজানা ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল এক মহোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

3-09-26.pmd 1 04-09-2026, 00:26

ডিএম কনফারেন্স হলে আয়োজিত জেলা সভায় ডিএম ডঃ বিশাল কুমার ও জেলা সভাধিপতি অংশগ্রহণ করেন।

আকাশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চাহিদা: মার্কো রুবিও

ওয়াশিংটন, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ক্রমবর্ধমান হুমকির মধ্যে এয়ার ইন্টারসেপ্টর বা আকাশ প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন প্রতিরক্ষা সক্ষমতা হয়ে উঠেছে বলে জানালেন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও। একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, মিত্র দেশগুলির চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজেদের সামরিক মজুত যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে আমেরিকাকে।

বুধবার স্থানীয় সময়ে এক সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, "সারা বিশ্ব আরও বেশি এয়ার ইন্টারসেপ্টর চাইছে। এটি শুধু ইউক্রেনের নয়, গোটা বিশ্বের এক নম্বর প্রতিরক্ষা চাহিদা হয়ে উঠেছে।" মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আগ্রহী বলে জানান তিনি।

রুবিওর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও তুলনামূলক কম খরচের ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আমেরিকা-সহ সামরিক শক্তিধর দেশগুলির সামনে তৈরি হওয়া নতুন চ্যালেঞ্জটি স্পষ্ট হয়েছে।

তিনি বলেন, মিত্রদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে এখন মূল সমস্যা সদিচ্ছার নয়, বরং অস্ত্রের পর্যাপ্ত জোগানের। তাঁর কথায়, "এটি মূলত প্রাপ্যতার প্রশ্ন।"

মার্কিন প্রতিরক্ষার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরে রুবিও বলেন, অন্য দেশকে সরবরাহ করতে গিয়ে আমেরিকার সামরিক চাহিদা পূরণে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না। দেশের নিজস্ব প্রতিরক্ষা মজুত সবসময় পর্যাপ্ত রাখা জরুরি বলেও তিনি জানান।

মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভুল তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে বলেও দাবি করেন রুবিও। তাঁর সতর্কবার্তা, এ ধরনের ভুল তথ্য প্রতিপক্ষের দেশগুলি সত্যি বলে ধরে নিয়ে আমেরিকার সক্ষমতা পরীক্ষা করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত সংঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইউক্রেন দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা মোকাবিলায় পশ্চিমা দেশগুলির সরবরাহ করা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ইউক্রেনের শহর, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো এবং সামরিক স্থাপনা রক্ষায় এই ব্যবস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রুবিও বলেন, আমেরিকা নিজেদের সক্ষমতা ও মজুতের সীমার মধ্যে ইউক্রেনকে সহায়তা দিয়ে চলেছে। তবে একইসঙ্গে "আমেরিকা ফার্স" নীতির আওতায় দেশের নিজস্ব প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে বলেও জানান তিনি।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের বিষয়েও আমেরিকা ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনা চলছে। ইউক্রেনকে লাইসেন্সের অধীনে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকার আপত্তি আছে কি না জানতে চাওয়া হলে রুবিও জানান, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

তবে লাইসেন্স পেলেও দ্রুত উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয় বলে সতর্ক করেন তিনি। তাঁর মতে, এই ধরনের অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে একাধিক বছর সময় লাগতে পারে। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদন দীর্ঘমেয়াদে ঘাটতি কমাতে সাহায্য করলেও স্বল্পমেয়াদি সংকটের সমাধান করবে না।

ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পাশাপাশি তুলনামূলক সস্তা ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহার বিশ্বজুড়ে সমন্বিত আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৪ দিনেও এফআইআর নয়, 'শুদ্ধিকরণ' বিতর্কে নাড্ডাকে চিঠি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): হালদোয়ানির রামলীলা ময়দানে তাঁর সভার পর 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান করার ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্যসভার হাউস লিডার তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ঘটনায় ২৪ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও এফআইআর দায়ের না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

নাড্ডার উদ্দেশে লেখা চিঠিতে খাড়গে তাঁর দেওয়া আশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উত্তরাখণ্ড সরকারকে ঘটনায় জড়িত সংগঠন ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানান।

খাড়গে বলেন, ঘটনার ২৪ দিন পরেও দায়ীদের বিরুদ্ধে এফআইআর না হওয়ায় তিনি বিস্মিত। তাঁর অভিযোগ, যে জায়গায় তিনি জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন, ঠিক সেখানেই 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তাঁর মতে, এই ঘটনা ভারতের সংবিধানের চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

কংগ্রেস সভাপতি লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, 'শুদ্ধিকরণ'-এর প্রথার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সরাসরি যোগ রয়েছে। খাড়গে মহাড় সত্যাগ্রহের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকর যখন জলাধার থেকে জল পান করেছিলেন, তখন জাতপাতের অহংকারে চালিত কিছু ব্যক্তি মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে ১০৮ কলস গোমূত্র ও গোবর ব্যবহার করে 'শুদ্ধিকরণ' করেছিলেন। শুধু মন্ত্রপাঠ বা হোম করলেই কোনও জাতপাতভিত্তিক 'শুদ্ধিকরণ' প্রথা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

খাড়গে আরও বলেন, বিষয়টিকে শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ঘটনা বা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, এটি বৃহত্তরভাবে সেই কোটি কোটি মানুষের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যারা এখনও প্রতিদিন জাতপাতভিত্তিক বৈষম্যের মুখোমুখি হন।

তিনি নাড্ডার কাছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে নির্দেশ দিয়ে হালদোয়ানির রামলীলা ময়দানে কথিত 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিশ্চিত করার আবেদন জানান।

গত ৮ আগস্ট হালদোয়ানির রামলীলা ময়দানে খাড়গের জনসভার পর একদল মানুষ সেখানে 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান করায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনেও বিষয়টি রাজ্যসভায় তুলে ধরেছিলেন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ ছিল, দলিত নেতা হিসেবে তাঁর পরিচয়ের কারণেই এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এমন ঘটনা গণতান্ত্রিক সমাজ ও সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তনি। তবে বিজেপি এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে কোনও 'জাতপাতের যোগ' নেই।

এরই মধ্যে গত ৩০ আগস্ট 'শুদ্ধিকরণ' নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। বাল্মীকি সম্প্রদায়ের সদস্য অমিত কুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা করা হয়। রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মামলায় তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের ৩(১)(আর) এবং ৩(১)(ইউ) ধারার পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩-এর ১৯৬ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে।

'সেনাবাহিনীকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই জানে না': রাম মন্দির ট্রাস্টের সিইও নিয়োগ নিয়ে রশিদ আলভির মন্তব্যে কংগ্রেসকে নিশানা বিজেপির

লখনউ, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রাক্তন এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রকে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রথম মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভির মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি।

বৃহস্পতিবার বিজেপি অভিযোগ করে, আলভির মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসের 'দিমাগি নকশাল' মানসিকতা প্রকাশ্যে এসেছে।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ও রাজ্যসভা সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী অভিযোগ করেন, সামরিক অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস বারবার ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে অপমান করেছে। লখনউয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সিইও হিসেবে প্রাক্তন এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রের নিয়োগ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভির লজ্জাজনক মন্তব্য কংগ্রেসের 'দিমাগি নকশাল' চরিত্র গোটা বিশ্বের সামনে তুলে রেছে। সেনাবাহিনীকে অপমান করাই যে 'দিমাগি নকশাল' কংগ্রেসের পরিচয়, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।"

এর আগে রশিদ আলভি প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক জিতেন্দ্র মিশ্রের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি ছিল, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সঙ্গে মিশ্রের ভূমিকার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে একটি 'গোপন সত্য' থাকতে পারে। এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়।

ত্রিবেদী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভগবান রাম, অযোধ্যা এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান নিয়ে অতীতে করা বিভিন্ন মন্তব্যের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, "এরাই সেই মানুষ, যারা সবসময় ভগবান রাম ও অযোধ্যার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আবারও অযোধ্যা নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য করা হয়েছে।" তাঁর আরও অভিযোগ, কংগ্রেসের নেতারা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং দলের নেতা সন্দীপ দীক্ষিত একসময় সেনাপ্রধানকে 'সড়কছাপ গুন্ডা' বলেছিলেন।

বিজেপি নেতা আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের রাজনৈতিক বক্তব্যে ক্রমশ 'দিমাগি নকশাল' ধরনের মানসিকতা দেখা যাচ্ছে এবং রশিদ আলভির সাম্প্রতিক মন্তব্যও সেই ধারারই অংশ।

মহম্মদ গজনি, মহম্মদ ঘোরি ও বাবরের ভারত আক্রমণ নিয়েও কংগ্রেসের বক্তব্যকে নিশানা করেন ত্রিবেদী। তিনি দাবি করেন, "গজনি, ঘোরি ও বাবর মন্দির লুট করতে আসেননি। এটি বামপন্থীদের ছড়ানো ভুল ধারণা, যা আরবান নকশাল ও 'দিমাগি নকশাল'রা প্রচার করতে চায়। তাঁরা মন্দির ধ্বংস ও মূর্তি ভাঙতে এসেছিলেন।"

প্রসঙ্গত, একদিন আগেই শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট প্রাক্তন এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রকে প্রথম সিইও হিসেবে নিয়োগ করে। মিশ্রের হাতে রাম মন্দিরের প্রশাসন ও পরিচালনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মন্দির পরিচালনা, নিরাপত্তা, কর্মী প্রশাসন, ভক্তদের সুবিধা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়। তাঁর নিয়োগকে কেন্দ্র করে রশিদ আলভির মন্তব্যের পরই তুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

পাঞ্জাবের এসআইআর খসড়া ভোটার তালিকায় রাঘব চাড্ডার নাম 'স্থানান্তরিত', প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাঞ্জাবের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ছজ্জট্ট-এর আওতায় তৈরি খসড়া ভোটার তালিকায় নিজের নাম 'স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত' হিসেবে চিহ্নিত করার অভিযোগ তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। আম আদমি পার্টি (আপ) পরিচালিত পাঞ্জাব সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ভোটার রেকর্ডে এই পরিবর্তন করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা চাড্ডা।

২০২২ সালে পাঞ্জাব থেকে আপের রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়া চাড্ডা চলতি বছরের এপ্রিল মাসে আরও ছয় আপ সাংসদের সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংযুক্তিকরণ সংক্রান্ত বিধানের আওতায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

'এক্স'-এ এক পোস্টে চাড্ডা বলেন, "পাঞ্জাবের আপ সরকার এখন প্রতিহিংসার রাজনীতিকে খসড়া ভোটার তালিকা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমি পাঞ্জাব থেকে বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ এবং আমার ভোটার আইডি মোহালিতে নথিভুক্ত। তা সত্ত্বেও খসড়া ভোটার তালিকায় আমার নাম 'স্থানান্তরিত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।"

তবে চাড্ডা নিজেই উল্লেখ করেন যে এটি এখনও খসড়া ভোটার তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা নয়। চলমান 'দাবি ও আপত্তি' পর্বে নাম সংশোধনের সুযোগ রয়েছে এবং ২০২৬ সালের অক্টোবরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে বলেও জানান তিনি। এসআইআর নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনি ইতিমধ্যেই প্রতিকারের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলে দাবি করেন।

চাড্ডার অভিযোগ, তাঁর নাম 'স্থানান্তরিত' হিসেবে চিহ্নিত করার ঘটনাটি নিছক কোনও করণিক ভুল নয়, বরং স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিহিংসার উদাহরণ। তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিভিন্ন স্তরে যুক্ত আধিকারিকরা পাঞ্জাব সরকারের অধীনস্থ হওয়ায় তাঁদের ওপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (ডিইও)এসআইআর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যুক্ত আধিকারিকরা সাধারণত রাজ্য সরকারের কর্মী। এমনকি পাঞ্জাবের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও পাঞ্জাব ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক বলে দাবি করেন তিনি।

চাড্ডার অভিযোগ, নির্বাচনী দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর তাঁদের বদলি, পদায়ন ও কর্মজীবনের বিভিন্ন বিষয় রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে আপ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কার্যকর করছে বলে তিনি দাবি করেন।আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া অন্যান্য সাংসদরাও পাঞ্জাব সরকারের নিশানায় রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন চাড্ডা। তাঁর দাবি, দল ছাড়ার পর আপ নেতৃত্ব তাঁদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করেছে।

এসআইআর-এর বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত নির্দেশিকার ৪(ডি) অনুচ্ছেদের কথাও উল্লেখ করেন চাড্ডা। তাঁর দাবি, এই বিধানে বিচারবিভাগের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, ঘোষিত পদাধিকারী এবং শিল্প, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া ও জনসেবার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের জন্য একটি 'সুরক্ষিত তালিকা'র ব্যবস্থা রয়েছে।

চাড্ডার দাবি, তিনি পাঞ্জাবের বর্তমান সাংসদ হওয়ায় কোনও কারণে তাঁর নাম চিহ্নিত হলেও ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।চাড্ডা বলেন, "আপ পাঞ্জাব সরকার চালাতে পারে, কিন্তু পাঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।"

নিউইয়র্কে বিনিয়োগকারীদের সামনে ভারতের সংস্কারভিত্তিক প্রবৃদ্ধির কাহিনি তুলে ধরলেন নির্মলা সীতারামন

নিউইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতের সংস্কারভিত্তিক প্রবৃদ্ধির কাহিনি তুলে ধরে বিনিয়োগকারীদের দেশে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়িক বৈঠকে তিনি ভারতের অর্থনীতির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশের কথা তুলে ধরেন।

ভারতের অর্থ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'এক্স'-এ জানানো হয়েছে, ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল এবং ব্যাংক অব আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ব্যবসায়িক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সীতারামন বলেন, বিশ্বজুড়ে নানা অস্থিরতা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ হওয়ার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্সি কোডসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রে আরও বেশি নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্সের বোঝা ও কাগজপত্রের কাজ কমানোর ওপরও জোর দিয়েছে বলে জানান তিনি।

সীতারামন বলেন, সরকার মূলধনী সম্পদ তৈরির পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রকে সহায়তা করতে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর মধ্যে বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নও অন্যতম। একইসঙ্গে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ, গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারকে সহায়তা, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) কমানোর মতো বিষয়গুলিতেও সরকারের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে ব্যাঙ্ক ও শিল্পক্ষেত্রের জন্য আরও কার্যকর ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এর ফলে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে নিজেদের সম্প্রসারণের সুযোগ পাচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে চলতে থাকা নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারত আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিচক্ষণতার নীতি বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান সীতারামন। তাঁর দাবি, ভারতে বিনিয়োগের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যউভয় সরকারই বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং তা সহজতর করার ক্ষেত্রে আরও বেশি আগ্রহী ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।

সীতারামন বলেন, এই উদ্যোগগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ।

বৈঠকে স্বাগত বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রাও ভারতের অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ হিসেবে ৭.৮ শতাংশ প্রথম ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক গতিপথকে কাজে লাগিয়ে ভারত ও আমেরিকা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করে উভয় দেশই লাভবান হতে পারে।

নেতাজি স্কুলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বড় ক্লাসের শিক্ষার্থীরা ছোট শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়।

নারী সুরক্ষায় কোনও আপস নয়, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর হবে অসম: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না এবং মাদক পাচার ও অবৈধ মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অপরাধীর পরিচয় বা প্রভাব যাই হোক না কেন, আইনের পূর্ণ শক্তির মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী 'এক্স'-এ এক পোস্টে বলেন, "আমাদের নারীশক্তির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না। অপরাধী যে-ই হোক, আইন তার কাছে পৌঁছবেই।" তিনি আরও বলেন, "নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি স্পষ্টজিরো টলারেন্স।"

অসমের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশদের (এসএসপি) নিয়ে আয়োজিত দু'দিনের মস্তিষ্কঝড় বৈঠকে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। বৈঠকে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবিলার পাশাপাশি মাদকবিরোধ অভিযান নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।

মাদক পাচারকারীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে শর্মা বলেন, অসমকে মাদক বা মাদক কারবারিদের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' কিংবা পাচারের ট্রানজিট রুট হতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, 'অসম এগেইনস্ট ড্রাগস' অভিযানকে আরও জোরদার করা হবে এবং অবৈধ মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে লাগাতার কঠোর অভিযান চালানো হবে।

মাদকবিরোধী অভিযানকে রাজ্য সরকার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে। অসম পুলিশ ইতিমধ্যেই মাদক পাচারকারী নেটওয়ার্ক, সরবরাহকারী এবং বণ্টনকারীদের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে অভিযান জোরদার করেছে।

নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রেও তদন্ত ও আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এসএসপি সম্মেলনে জেলা-ভিত্তিক পুলিশি কৌশল, অপরাধ প্রতিরোধ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জেলার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে।

সংগঠিত অপরাধ এবং উদীয়মান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার ওপরও মুখ্যমন্ত্রী বারবার জোর দিয়েছেন।দু'দিনের এই বৈঠকে পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, বিভিন্ন জেলার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বার্তা থেকে স্পষ্ট, নারী-নিরাপত্তা ও মাদক কারবারদুই ক্ষেত্রেই অসম সরকার কঠোর অবস্থান বজায় রাখতে চাইছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

পরম পুরুষোত্তম, ভগবান, শ্রী কৃষ্ণ হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান দেবতা, যিনি বিষ্ণুরা অষ্টম অবতার, স্বয়ং পরমেশ্বর, ঈশ্বর হিসেবেও পূজিত হন। তিনি করুনা সুরক্ষা কোমলতা ও প্রেমের দেবতা রূপে ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধাশীল। তিনিই স্বয়ং অচ্যুত, দামোদর, গোপাল, গোপীনাথ, কেশব, মাধব, বাসুদেব, গোবিন্দ বিভিন্ন নামে পূজিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে স্বয়ং ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উপাখ্যান ও কাহিনীগুলোই "কৃষ্ণলীলা" নামে পরিচিত।

তিনি মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ ও গীতার প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র। একজন ঈশ্বরিক শিশু, কৌতুক প্রিয় বালক কখনও আদর্শ প্রমিক, যুগনায়ক ও সার্বজনিন পরমসত্তা হিসেবে সর্বত্রই এই চিত্ররূপ কাহিনীয় প্রতিফলন ঘটিয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে দেখানো হয়েছে স্বয়ং ভগবান রূপে। কখনও মাখন খেতে, কমন ও বাঁশি বাজানো কিশোর কখন ও রাধার সাথে লীলারত বা গোপীদের সাথে পরিবেষ্টিত সুন্দর যুবক আবার অর্জুনের উপদেশদাতা বন্ধু ভাবাপন্ন সারথি হিসেবে।

কৃষ্ণ একজন সার্বজনীন হিন্দু দেবতা হলেও কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষভাবে পূজিত হন। যেমন বৃন্দাবনে গোপী কৃষ্ণ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ উড়িষ্যায় জগন্নাথ, পশ্চিমবঙ্গে মায়াপুরে মহারাষ্ট্রের পাঁচরপুরে, কানাহাইয়া রাজস্থানে শ্রীনাথজী, কর্ণাটকে উদুপি, তামিলনাড়ুতে পার্থসারথি, কেরালায় গুরুবায়ুরাপ্পন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃ সংঘ যারা কৃষ্ণ চেতনার বার্তা বিশ্বজুড়ে প্রচারের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ শব্দের একাধিক শাব্দিক অর্থ পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা মহাভারতে বলা হয়েছে কৃষ্ণ এবং ণ এই দুটি মূল হতে উৎপন্ন। কৃষ্ণ মানে টেনে আনা বা কর্ষণ করা। অর্থাৎ পৃথিবীর বা অস্তিত্ব সম্পর্কযুক্ত। "ণ" শব্দটি নিবৃত্তি শব্দের প্রতিভূত হয়। এই হিসাবে কৃষ্ণ শব্দটির অর্থ আকর্ষণীয় ব্যক্তি। অর্থাৎ শব্দটি ভু (পৃথিবী) আকর্ষণীয়। কৃষ্ণ নাম গুনাবলীতে "আত্মা" দিব্য কারন অর্থাৎ পাপের বিনাশ কারী শক্তিকে বোঝায়। আবার সর্বাধিক প্রচলিত নাম হলো গোবিন্দ (গো -অন্বেষক) গোপাল (গো রক্ষাকারী)। "জগন্নাথ" নামে বিশেষ বিগ্রহে পুঁজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বিভিন্ন অঞ্চল সাপেক্ষে বিবিধ নাম যেমন কানহাইয়া, বিহারী, কানহা, রাধাবল্লভ, কিসনা, জগন্নাথ, শ্রীনাথজী, দ্বারকাধীশ, কৃষ্ণক্ষয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যে মূর্তি অবয়বে কৃষ্ণকে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনও বিষ্ণুর ন্যায় কালো গাঢ় গাঢ় নীল গাত্রবর্ণ। কখনও জামবর্ণ (জাম্বুল)। গাত্রবর্ণ কোথাও কালো, কোথাও নীল। হলুদ রং এর ধূতি। মাথায় মুকুট ময়ূরপুচ্ছ শোভামন্ডিত, বংশীবাদনরত কেশ গোরুর দল সজ্জিত, পদযুগলের একটি অন্যপদের সাথে বাঁকা অবস্থান, কোথাও প্রেয়সী বাধা মহা গোপী পরিবৃত অবস্থান কখনও আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে পরমার্থ উপদেশ দেওয়ার ভগবতার বিগ্রহ যুদ্ধক্ষেত্রে। আবার কোথাও অশ্বচালিত রথের সারথির বিগ্রহ। কোথাও আবার তার সঙ্গীরা যেমন বলরাম, সুভদ্রা, রুক্মীনি ও সত্যভামা এরাও থাকেন সাথে। কোথাও শিশুর মূর্তিতে হামাগুড়ি দিয়ে তৈরী বিগ্রহে পূজিত হন ভগবান "শ্রীকৃষ্ণ"। ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিবরণ দেওয়া হলো। শাস্ত্রীয় ও জ্যোতিষ গণনায় কৃষ্ণের জন্মকাল ৩২২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২১শে জুলাই বুধবার। জন্মদিনটি "কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী" নামে পালিত হয়।

"যাদব" রাজ পরিপারের বাসুদেব ও দৈবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র সন্তান। মাতা পিতা সবাই যাদববংশীয়। মাতার ভ্রাতা "কংস" অর্থাৎ কৃষ্ণের মামা তাদের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহন করেন। যখন কংস জানতে পারেন যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার মৃত্যু নিশ্চিত তখন দৈবকী ও বাসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন। একে এক দৈবকীর ছয়পুত্রকে হত্যা করার পর দৈবকীর সপ্তম গর্ভের রোহিনীকে প্রদান করলে বলরামের জন্ম হয়।, এরপরেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ জীবন বিপন্ন জেনে জন্মের রাত্রেই দৈব সয়াতায় বাসুদেব কৃষ্ণকে তার পালক মাতা-পিতা যশোদা ও নন্দের কাছে রেখে আসেন গোপনে।

ভগবত পুরাণে বলা আছে কোন প্রকার যৌন সংগম ছাড়াই মানসিক যোগের ফলেই কৃষ্ণ জন্ম হয়েছিল। নন্দের নিবাস ছিল বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেই কৃষ্ণ রাখাল বালক হয়ে উঠেন। শৈশব কাল হতেই দুর্ধর্য ও অপ্রতিরোধ প্রকৃতির ছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য কংস, পুতনা রাক্ষসকে প্রেরণ করেছিলেন। ঐ সময় নিতান্তই ছোট বালক কৃষ্ণ পুতনা রাক্ষসকে হত্যা করেছিলেন। ঐ সময় "কালিয়া" নামক একটি বিশাল আকৃতির মাপ যমুনার জল বিষাক্ত করে রাখতো। ঐ জল পান করে রাখাল ও গরুর মৃত্যু হতো।

শ্রীকৃষ্ণ ঐ কালীর নাগকেও হত্যা করেছিল তার মাথার উপর নৃত্য করে। দৈত্যাকৃতির ঐ সাপকে হত্যা করার কৌশল ও তার একক হামলা ও পরাস্ত করার দুধর্ষতাকে হার মানায় চৌকশ মেধাবী সমরিক কর্মকতাকেও। কৃষ্ণ রাধার একজন জীবনের বিবরণ দেওয়া হলো। মন্ত্রমুগ্ধ ও কৌতুকপ্রীয় প্রেমিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়। রাধার সাথে তার প্রেমের গল্প কাহিনীগুলো ও রাসলীলা নামে পরিচিত। রামনৃত্য বা রাসলীলায় গোপীদের সাথে কৃষ্ণের খেলাধূলা নয় বরং তাদের সাথে বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের ছুটে আসা যমুনা নদীর তীরে এবং গীত নৃত্যে কৃষ্ণের সাথে সঙ্গদান, সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালকে বধও করেন। কুরুংক্ষেত্রের যুদ্ধসম অবশ্যম্ভাবী, তখন কৃষ্ণ পান্ডব ও কৌরব উভয়কে সুযোগ দেন। হয় কৃষ্ণ নিজে তাকবেন নয়ত তার নারায়নী সেনাকে প্রদান করবেন নিজ থাকলে অস্ত্র তুলে নেবেন না কৃষ্ণ। পান্ডবপক্ষের অর্জুন স্বয়ং কৃষ্ণকে গ্রহণ করেন। আর কৌরব পক্ষে নারায়ণী সেনা গ্রহণ করেন।

এমনকি যারা দৈহিক ভাবে সেখানে থাকতে পারেনি তারাও ধ্যানের মাধ্যমে কৃষ্ণের সাথে যোগ এবং কৃষ্ণ তখন আধ্যাত্মিকতার মূল সার অস্তিত্বে প্রেম নিত্য গোপীরা অপ্রাকৃত দেহের প্রতিনিধিত্বকারী রূপকভাবে তাহাই "রাসলীলা" ভাব। আবার কখনও উচুতে কোথানো মাখন পাত্র থেকে চুরি করে মাখন খাওয়া এবং এটিও পুরো গোষ্টিতে ছড়িয়ে দেওয়ার লীলা।

যৌবনে একটা সময় মথুরায় প্রত্যাবর্তন করে অত্যাচারী মামা বংশের অনুগামীদের সংগঠিত হত্যালীলার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষায় দ্বারা ও পরে কংসকে বধ করেন। যাদব কুলের বংশের পিতা উগ্রসেনকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই তার সাথে অর্জুন সহ কুরু রাজ্যের পান্ডব রাজ পুত্রদের সখ্যতা হয়। তারপর যাদবদের নিয়ে দ্বারকা নগরীতে এসে সেখানেই তার রাজত্ব স্থাপন করেন শ্রীকৃষ্ণ। যখন যুধিষ্ঠীর সিংহাসনে আরোহন করেন তখন সর্বপ্রথম কৃষ্ণকেই সম্মান জ্ঞাপন করা হয় কারন সমস্ত রাজাদের মধ্যে কৃষ্ণকেই মহান গণ্য করা হয়। কৃষ্ণের এক আত্মীয় শিশুপাল তাতে খুবই অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন ও অত্যাচারী হয়ে উঠেন শিশুপাল।

শিশুপালের একশত অপরাধের ক্ষমা করেন কৃষ্ণ। যখন একশত অপরাধ অতিক্রম হয় তখন কৃষ্ণ নিরস্ত্র কর্ণকে বধ করতে উপদেশ দেন শ্রীকৃষ্ণ। কারন অর্জুন পুত্র অভিমুন্যকেও কৌরবরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল।

যুদ্ধের অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতেই ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে দুর্য্যোধনের উরুতে আঘাত করেন তা তাকে বধ করেন। ঐইভাবেই শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় অপ্রতিরোধ্য কৌশল যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুন যখন দেখেন যে সবাই তার আত্মীয় পরিজন এবং দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে গান্ডিব ধনুক নামাতে উদ্দত হলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধির উপদেস দেন যাহা "ভাগবতগীতা" নামে খ্যাত।

কৃষ্ণ ছিলেন প্রখর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ ও মহাভারতের যুদ্ধে তার প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। তিনিই কেবলমাত্র পান্ডব ও কৌরবদের মধে শান্তি স্থাপন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের কু-প্রচেষ্টার কারনে শ্রীকৃষ্ণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণ তার ক্রুর কূটনীতিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পিতামহ ভীষ্মের সাথে যুদ্ধে অনূর্ন সঠিক মনোবল নিয়ে যুদ্ধ না করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উপর ক্রুদ্ধ হন। অজুর্ন তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পূর্ন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন।

অজুর্ন পুত্র অভিমুণ্য দ্রোনাচার্যের চক্রব্যুহ্যে প্রবেশ করেও বেড়িয়ে আসতে পারেননি এবং কৌরবদের কাছে নির্মমভাবে নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখনই কৌরবদের সেনাপতি দ্রোনাচার্যের পতনও সম্পন্ন করেন। দ্রোনাচার্য্যের পুত্র অশ্বথামা ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই নিহত হন। কর্ণের সাথে অর্জুনের সাথে যখন কর্ণের রথের চাকা বসে যায় তখনও কৃষ্ণের মরণাপন্ন হয়েই অবলম্বনেই পান্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে অর্জুন পৌত্র পরীক্ষিতই কৃষ্ণের উপদেশেই পান্ডবদের উত্তরাধিকারী হন। শ্রী কৃষ্ণের বহু স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেকের গর্ভেই শ্রীকৃষ্ণের দশটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল কর্ষিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান পত্নীর নাম "রুক্মিনী"। রক্মিনীর গর্ভে একটি তেজস্বী পুত্র সন্তান লাভ হয় যার নাম "প্রদ্যুম্ন"। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের ফলে যখন গান্ধারীর শত পুত্রের মৃত্যু হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে সমবেদনা জানাতে ছুটে যান। তখন ক্ষোভে দুঃখে গান্ধারী বললেন যখন তারা একে অপরকে হত্যা করছিল তখন তুমি তোমার আত্মীয়দের প্রতি এতটাই উদাসীন ছিলেন তাই, হে গোবিন্দ, তুমিই তোমার নিজ আত্মীয়দের বিনাশের কারণ হবে। আমার তোমার প্রতি এটাই অভিশাপ। পরবর্তীকালে একটি উৎসবে যাদবদের মধ্যে হঠাৎই লড়াই শুরু হয়েছিল, যেখানে একে অপরকে হত্যা করে। আর "জরা" নামক একজন বেদ শিকারী কৃষ্ণের পায়ের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিল এবং মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে কৃষ্ণ "জরা"কে ক্ষমা করে দেহত্যাগ করেছিলেন। পুরাণমতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ১২৫ বছর এই ধরাধামে তার লীলা বিলাস সেরে অন্তে মাঘ মাসের পূর্নিমা তিথিতে অপ্রকট হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি প্রতি বছর জন্মাষ্টমী হিসেবেই পালিত হয়। সনাতন ধর্মে তিনিই হলেন পরমেশ্বর ভগবান ও পূর্নবতার। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক ও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ন অবগত। ভক্তদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও পরম দয়ালু, যনি শরনাগতকে সর্বদাই রক্ষা করে আসছেন, এই বিশ্বাস। তার নামে "কৃষ্ণ" শব্দে সবাই আকর্ষিত ও মোহিত সারা জগৎবাসী, বিশ্বাস মনে। বাঁশির সুর ও সমস্ত লীলা জগৎকে মোহিত করে। শ্রী মদভাগবতে দেয়া প্রতিটি উপদেশ অর্জুনের প্রতি মানবজাতীর শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। যখনই এই পৃথিবীতে অধর্মের বিস্তার ঘটে তিনিই ধর্ম নিয়ন্ত্রন ও রক্ষা করেন। দুষ্টের দমনের জন্য অবতার রূপে সর্বত্রই বিরাজ করেন তিনি। বাল্যকালের ও কৈশোরের লীলা এবং মহাভারতে রাজনৈতিক লীলার মাধ্যমে মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার গভীর শিক্ষা দিয়ে গেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার মুখনিসৃত প্রতিটি বানী নিস্কাম কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এক শাশ্বত দর্শন যা আজ সর্বত্রই প্রাসঙ্গিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রেম, জ্ঞান শক্তি ও ধর্মের পরম উৎস, যার স্মরনে মানুষকে মোক্ষ বা মুক্তির পথ দেখায় আজীবন। "হে কৃষ্ণ, করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত, নমো হস্তু তে'। তোমার প্রণাম জানাই হে ভগবান, তোমার মহামন্ত্রে নন্দিত হোক সমগ্র জগৎ, যেন সুদ্ধি লাভ করে ও পবিত্রতায় ওরা থাকে বিশ্ব মানবজাতীর এই ধরাধাম। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" "কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান ও পবিত্র উৎসব"। এই জন্মাষ্টমীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়, সনাতন ধর্মে এই দিনটির আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে সত্য ন্যায়, ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। ভক্তদের মনে বিশ্বাস যে পৃথিবীতে অধর্ম বেড়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর নিজেই কোন রূপে এসে ভালোকে রক্ষা করেন।

জাগতিক মঙ্গল ও অশুভ বাঁধা দূর করতে জন্মাষ্টমীর ব্রত রাখা হয়। এই দিনে গীতা পাঠ, সারাদিন হরিনাম সংকীর্তন ও কৃষ্ণলীলা শ্রবণ মাধ্যমে ভক্তরা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। ফলাকাঙ্খা বর্জন করে নিজের কর্তব্য পালন করার যে মহান শিআ তিনি দিয়ে গেছেন তাই এই জন্মাষ্টমির দিনে বিশেষভাবে স্মরন করা হয়। "জন্মাষ্টমী" কেবলমাত্র একটি তিতি পালন করা নয়। এটি মানবজীবন থেকে অন্ধকার দূর করে আলো, ন্যায় ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পথে চলার এক পরম প্রেরণা।

তাল মিষ্টি না তেতো কীভাবে বুঝবেন

জন্মাষ্টমী মানেই গোপালের ভোগে চাই তালের বড়া, ক্ষীর কিংবা মুচমুচে ফুলুরি। এই সময়ে বাজারে গেলেই চারিদিকে পাকা তাল-এর মেলা চোখে পড়ে। তবে বাজার থেকে অনেক উৎসাহ নিয়ে তাল কিনে এনে রস বের করার পর যদি দেখা যায় সেটা তেঁতো, তবে পুজোর ভোগের সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়। উপর থেকে সব তাল দেখতে একই রকম লাগলেও, কোনটা গাছ-পাকা মিষ্টি আর কোনটা কষাটে, তা বোঝা কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়। বাজারে যাওয়ার আগে কয়েকটি সহজ বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

তাল ভালো না খারাপ কীভাবে বুঝবেন?

রং দেখে ভুল করবেন না: অনেকেই ভাবেন লালচে বা হলুদ রঙের তাল বেশি মিষ্টি হয়। এই ধারণা একদম ভুল। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভালো ও গাছ-পাকা মিষ্টি তালের গায়ের রং হয় কুচকুচে ঘন কালো। গায়ে লালচে আভা থাকলে বুঝবেন সেটি পুরো পাকেনি বা পাকার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই সবসময় গাঢ় কালো রঙের তাল বাছুন। আকার নয়, ওজন দেখুন: বাইরে থেকে মস্ত বড় তাল দেখলেই কিনতে যাবেন না। মিষ্টি তালের আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে তার ওজনে। তাল আকারে ছোট বা মাঝারি হলেও হাতে নিয়ে যদি ভারী মনে হয়, তবে জানবেন ভেতরে রস ও শাঁস ভরপুর রয়েছে। তাল গোলগাল হলে এবং গায়ে সুতোর মতো সাদা দাগ থাকলে তা মিষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বোঁটার সুবাস খেয়াল করুন: খাঁটি পাকা তালের সুন্দর গন্ধই তার আসল প্রমাণ। তালের বোঁটা বা মাথার দিকটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন। হালকা চাপ দিতেই বোঁটা যদি আলগা হয়ে খুলে যায়, তবে বুঝবেন তালটি স্বাভাবিক নিয়মেই গাছে পেকেছে। বোঁটার কাছে নাক নিয়ে যদি কোনও মিষ্টি সুবাস না পান কিংবা টক গন্ধ লাগে, তবে সেই তাল না কেনাই ভালো।

তিতকুটে ভাব কাটানোর ফন্দি: যে তালের গা কিছুটা অমসৃণ, তা মিষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একেবারে তেলতেলে মসৃণ খোসার তাল এড়িয়ে চলুন। তবে কোনও কারণে রস তেঁতো বেরোলেও চিন্তা নেই। রসে সামান্য নুন ও জল মিশিয়ে পাতলা সুতির কাপড়ে ১-২ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখলেই তিতকুটে জল ঝরে গিয়ে রস একদম খাওয়ার উপযোগী ও মিষ্টি হয়ে যাবে।

পারফিউম ব্যবহার করুন এই পদ্ধতিতে

মেকআপের ফিনিশিং টাচ হলো পারফিউমের ব্যবহার। মেকআপ করতে পছন্দ করেন না এমন মানুষেরও পারফিউম পছন্দ। পারফিউম একটা বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে পেতে পারেন বিশেষ ধরনের সুগন্ধ। আর এই বিশেষ পদ্ধতিটা হলো পারফিউম লেয়ারিং। এতে দুটো বা তার বেশি ভিন্ন সুগন্ধি একসঙ্গে মিশিয়ে একটা নতুন ও নিজস্ব সিগনেচার সুগন্ধি তৈরি করা হয়। পারফিউম লেয়ারিং করার জন্য আগে গায়ে সুগন্ধহীন কোনও ময়েশ্চারাইজার বা বডি লোশন লাগিয়ে নিন। এতে সুগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। লেয়ারিং করার সময়ে প্রথমে উডি, ওরিয়েন্টাল বা ভারী সুগন্ধযুক্ত পারফিউম বা বডি স্প্রে বেস হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তার পর স্ট্রং গন্ধের উপরে ফ্লোরাল বা সাইট্রাসের মতো হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন।

কবজি,ঘাড় ও কানের পিছনে স্প্রে ব্যবহার করলে পারফিউম স্টে করে তুলনামূলক ভাবে বেশি। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পারফিউম লেয়ারিং করার সময়ে হাল্কা, সতেজ এবং দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ বেছে নেওয়া ভালো। অফিস বা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সাইট্রাস এবং উডি বেছে নিতে পারেন। প্রথমে হাল্কা চন্দন বা সিডারউডের মতো উডি বেস ব্যবহার করুন, তার পর উপরে লেবু বা বারগামটের সাইট্রাস নোট স্প্রে করুন। এটা আপনাকে দিনভর ফ্রেশ রাখবে। আবার ফ্লোরাল এবং মাস্কও ব্যবহার করতে পারেন। নীচে একটা হালকা ভ্যানিলা লোশন লাগিয়ে নিন, তার উপর জুঁই বা গোলাপের মতো ফ্লোরাল সেন্ট ব্যবহার করলে খুব মিষ্টি গন্ধ পাবেন। অন্য দিকে অ্যাকুয়াটিক পারফিউমের সঙ্গে ফ্রেশ লিনেন বা গ্রিন টি-র সুবাস মেলালে ক্লান্তিহীন একটি বিশেষ অনুভূতি পাওয়া যায়। বিশেষ অনুষ্ঠান, উৎসব বা রাতের পার্টির জন্য পারফিউম লেয়ারিং হতে হবে একটু জমকালো, গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী, যা ভিড়ের মধ্যেও আপনার উপস্থিতি জানান দেবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে একটা ভারী অ্যাম্বার পারফিউম ব্যবহার করুন। এর উপর জুঁই, রজনীগন্ধা বা গোলাপের মতো তীব্র ফ্লোরাল পারফিউম স্প্রে করুন। এটা রাজকীয় একটা সুগন্ধ তৈরি করে। আবার নিচে চন্দন বা সিডারউডের বেস লাগিয়ে, তার উপর ভ্যানিলা, চকোলেট বা কফির মিষ্টি সুবাস লেয়ার করার কথাও ভাবতে পারেন। এটা শীতকালীন বা রাতের অনুষ্ঠানের জন্য দারুণ মানানসই। আবার দারচিনি বা গোলমরিচের মতো স্পাইসি নোটের সঙ্গে ব্ল্যাক মাস্কের কম্বিনেশন আপনাকে দেখাবে বোল্ড পার্সোনা। তবে লেয়ারিং করার সময়ে পারফিউম স্প্রে করার পর দুই কবজি একসঙ্গে ঘষবেন না। এতে সুগন্ধির সুক্ষ্ম অণুগুলো ভেঙে যায় এবং স্থায়ীত্ব কমে যায়।

ভারী সিলিন্ডার তুলতেই হবে না! এক মগ গরম জলেই বুঝে নিন কতটা গ্যাস বাকি

রান্না করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়া যে কোনও বাড়ির জন্যই এক চরম ভোগান্তির বিষয়। এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিলিন্ডারে আর কতটা গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে তা আগে থেকেই জানা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ভারী সিলিন্ডার হাতে তুলে বা ঝাঁকিয়ে তার সঠিক ওজন আন্দাজ করা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সিলিন্ডার তোলার এই ঝক্কি এড়াতে প্রয়োজন সামান্য কিছু কৌশল এবং ঘরে থাকা এক মগ সাধারণ গরম জল। খেয়াল রাখতে হবে জল যেন খুব বেশি ফুটন্ত না হয়, মাঝারি উষ্ণতার গরম জলই এই কাজের জন্য একদম আদর্শ। একটি জগ বা মগে গরম জল নিয়ে সিলিন্ডারের এক পাশ বরাবর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ধীরে ধীরে ঢেলে দিন। সিলিন্ডারের গায়ে গরম জল ঢালা হয়ে গেলে মাত্র ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যে দিক দিয়ে জল ঢালা হয়েছে, সেই অংশটিতে উপর থেকে নীচের দিকে হাত বুলিয়ে অনুভব করুন। সিলিন্ডারের ঠিক যে অংশে হাত দিলে তাপমাত্রা বদলে গরম থেকে ঠান্ডা লাগবে, বুঝে নেবেন ঠিক সেই স্তর পর্যন্তই তরল গ্যাস মজুত রয়েছে। সিলিন্ডারের ভেতরে থাকা লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি মূলত উচ্চ চাপে তরল অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। এই তরল অংশটি সিলিন্ডারের দেওয়াল থেকে দ্রুত তাপ শোষণ করে নেয় বলে সেই জায়গাটি স্বাভাবিকভাবেই ঠান্ডা হয়ে যায়। অন্যদিকে যে অংশে গ্যাস থাকে না বা খালি হয়ে গিয়েছে, সেই খালি অংশটি গরম জলের তাপ ধরে রেখে বেশ কিছুক্ষণ উষ্ণ থাকে। সিলিন্ডারের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে যদি কোনও তাপমাত্রার ফারাক না পাওয়া যায় এবং পুরোটাই সমান গরম লাগে, তবে সতর্ক হতে হবে। এর স্পষ্ট অর্থ হল সিলিন্ডারের মজুত গ্যাস প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে কালবিলম্ব না করে দ্রুত নতুন সিলিন্ডারের বুকিং সেরে নেওয়া দরকার। অনেক সময় গরম জল ঢালার পর সিলিন্ডারের বাইরের অংশে আর্দ্রতা জমে ঘনীভূত জলের একটি স্পষ্ট রেখা বা দাগ ফুটে ওঠে। এই ঘনীভবন রেখাটিও সিলিন্ডারের ভেতরে তরল গ্যাসের সঠিক উচ্চতা নিখুঁতভাবে নির্দেশ করে দেয়। তবে সিলিন্ডারের গায়ে এমন দাগ স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও কেবল হাতের স্পর্শেই তাপমাত্রার পার্থক্য খুব সহজেই টের পাওয়া সম্ভব। এই সহজ ঘরোয়া কৌশলটি আরও বেশি কার্যকর ও স্পষ্ট ফলাফল দেয় যদি রান্না শেষ করার ঠিক পরপরই পরীক্ষাটি করা হয়। রান্নার সময় ওভেন চালু থাকায় ভেতরের তরল এলপিজি গ্যাস দ্রুত গ্যাসে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং সিলিন্ডারের দেওয়াল থেকে তাপ টানে। ফলে ওই সময়ে সিলিন্ডারের ঠান্ডা ও গরম অংশের সীমারেখাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে হাতে ধরা পড়ে। কোনওরকম দামি গ্যাজেট বা ভারী সিলিন্ডার মাটি থেকে তোলার ঝুঁকি ছাড়াই এই সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে কোনও গৃহস্থালিতে কাজে লাগানো যায়। এতে যেমন কোমরে বা হাতে চোট পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিদিনের রান্নার ঝামেলা এড়াতে এই সহজ ও নিরাপদ কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর একটি সমাধান।

শিক্ষা ব্যবস্থা যেন শুধুমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্রিক না হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শুধুমাত্র একটি নীতিগত নথি নয়, এটি আমাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ সৃষ্টি করে। আজ সকালে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলা আয়োজিত "আগাম ৬.০" ও "শিক্ষক সম্মান-২০২৬" অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এই নীতির লক্ষ্য ভারতীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা ভারতকে একটি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাণবন্ত জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরাসরি অবদান রাখবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতাভিত্তিক এবং ভবিষ্যৎ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করছে। প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষাদান এবং নিয়োগকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা দূর করাই এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য।
তিনি বলেন, এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় ত্রিপুরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের সাক্ষরতার হার ৯৫.৬ শতাংশে পৌঁছেছে, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক-প্রাথমিক বিভাগ চালু করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এরফলে সমাজের সব অংশের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি, সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে রোবোটিক্স ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।
রাজ্যপাল বলেন, বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মনোভাব, প্রশ্ন করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর, প্রমাণ অনুসন্ধান করার এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। একইসঙ্গে প্রয়োজন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা- নতুন সম্ভাবনার কথা কল্পনা করার এবং সেই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অধ্যবসায়। তিনি শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতাকে ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিটি ব্যর্থতাই আবিষ্কার ও সাফল্যের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের উদ্দেশে রাজ্যপাল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলা মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুষ্ঠানে রাজ্য ও জেলা-স্তরের নিউমারিকেল কম্পিটিশনে স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীদের হাতে রাজ্যপাল শংসাপত্র ও চেক তুলে দেন। এছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন আইটিআই এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের তাঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "শিক্ষক সম্মান" শংসাপত্র প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলার অধ্যক্ষ এবং টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক দিবাকর দেব। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মানসী রায় চৌধুরী-ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

গোমতী জেলায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য সুরক্ষা যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গোমতী জেলার উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায় আজ স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা এবং ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের উদ্যোগে একটি বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোমতী জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শুভেন্দু দেববর্মার নেতৃত্বে এই অভিযানে মাতাবাড়ী এলাকায় তিনটি আইসক্রিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, একটি শপিং মল এবং একটি হোটেল পরিদর্শন করা হয়।
অভিযানকালে আইসক্রিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে খাদ্য উৎপাদনের পরিবেশ, প্যাকেজিং, লেবেলিং এবং খাদ্যপণ্যের মান সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ যথাযথভাবে উল্লেখ না থাকা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও কিছু ক্ষতিকারক খাদ্য রং ও মজুত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। খাদ্য সুরক্ষা বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ৩টি আইসক্রিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযানকালে একটি শপিং মলে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য মজুত থাকার বিষয়টি নজরে আসে। সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এদিকে একটি হোটেলের ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হওয়া বাসি খাদ্য ও মশলা নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের গুণমান যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই অভিযানকালে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রতি খাদ্য সুরক্ষা বিধি, প্যাকেজিং ও লেবেলিং সংক্রান্ত নিয়ম এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতেও এই ধরনের নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি অভিযান অব্যাহত থাকবে। সেই সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদেরও খাদ্যপণ্য ক্রয় করার সময় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, প্যাকেজিং ও লেবেল দেখে খাদ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জিবিপি হাসপাতালে দ্বিতীয় ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন পদ্ধতিতে কৃত্রিম গর্ভধারণে সন্তান লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর পূর্বাঞ্চলের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের পর দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) পদ্ধতিতে কৃত্রিম গর্ভধারণ-এ সফলতার নজির সৃষ্টি করেছে। সদর মহকুমার প্রতাপগড়ের জনৈক মহিলার বিয়ের পর বিগত আট বৎসর যাবৎ বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগছিলেন।
তারপর গত ২০২৫ সালে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর (ডাঃ) জয়ন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ অভিজিৎ শীল তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ মহিলার ইন-ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ আইভিএফ এর আগের স্টেপ ইন্ট্রাইউটেরাইন (আইইউআই) করে স্বামীর শুক্রাণু স্ত্রীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তাতে মহিলার গর্ভধারণ সম্ভব হয়। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) হল একটি কৃত্রিম গর্ভধারণ প্রক্রিয়া যাতে স্বামীর শুক্রাণু মেডিসিনের সাহায্যে জরায়ুর ভিতর প্রতিস্থাপন করা হয়। এই ধারনের প্রক্রিয়ায় গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব আমাদের রাজ্যে এটি দ্বিতীয় উদাহরণ। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞগণ দ্বিতীয়বার এই সাফল্য পেয়েছেন।
অবশেষে গত ২৮ জুলাই ২০২৬ সিজারিয়ান পদ্ধতিতে মহিলা ২ কেজি ৯০০ গ্রাম ওজনের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক টিমে ছিলেন স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর (ডাঃ) জয়ন্ত রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ শীল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ডাঃ) সলিল বিন্দু চক্রবর্তী ও ডাঃ সুপর্ণা সূত্রধর প্রমূখ। গত ১ আগস্ট ২০২৬ মহিলাকে শিশু সহ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর (ডাঃ) জয়ন্ত রায় ও প্রফেসর (ডাঃ) জে.এল.বৈদ্য এর প্রচেষ্টায় গত চার বছর আগেই এই ধরনের আইইউআই পদ্ধতিতে কৃত্রিম গর্ভধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ চিকিৎসকদের দ্বারা রাজ্যেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে এবং সন্তানের মুখ দেখতে পেয়ে মহিলার পরিবার-পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ নিলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: গতকাল বিলোনীয়ার উত্তর ভারতচন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির যে নয়জন ছাত্রছাত্রী শাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথার কারণে অসুস্থ হয়েছিল তাদের মধ্যে চারজন আজও বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে। আজ জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহঃ সাজ্জাদ পি ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস হাসপাতালে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নেন ও তাদের সঙ্গে কথা বলেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার তদারকি করেন। পরে তাঁরা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। সেখানে আজ মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের কাউন্সেলিং করা হয়।জেলাশাসক বিদ্যালয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক জীবন চন্দ্র দাস, জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের ওএসডি কমল পাল দেববর্মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ব্লকের বিডিও, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ছাত্রছাত্রীদের অসুস্থতার কারণ হিসেবে স্নায়ু ও মানসিক চাপ এবং হিস্টোরিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। জেলাশাসক শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক, প্রধান শিক্ষক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎসাহিত করেন।

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref : West Agartala Women PS Case No-2026 WAW 031, Dated : 29/07/2026, U/S-74/69/351(2) 318(2) of BNS, 2023

পাশের ছবিটি শ্রী উৎপল সাহা ওরফে নন্দু। পিতা মৃত-ননী গোপাল সাহা। সাং-বিশালগড়, অফিসটিলা। থানা-বিশালগড়। জেলা-সিপাহিজলা ত্রিপুরা। বয়স-৪৫ বছর, উচ্চতা- ৬ ফুট। গায়ের রং-ফর্সা, পরনে-শার্ট। উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে। উপরে উল্লেখিত মোকাদ্দমায় পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো নিকট কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১। পুলিশ সুপার (পঃত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৪৫৪

ICA/D-924/26

Sd/
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

GOVERNMENT OF TRIPURA EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING DISTRICT EMPLOYMENT EXCHANGE, WEST TRIPURA (MCC AGARTALA) OFFICE LANE, SHRAMA BHAWAN, AGARTALA, WEST TRIPURA

ত্রিপুরা সরকারের কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনস্ত ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, ওয়েস্ট ত্রিপুরার উদ্যোগে চাকুরী পাওয়ার বিভিন্ন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ এর প্রস্তুতির জন্য বিনা মূল্যে চাকুরী প্রত্যাশীদেরকে কোচিং করানো হবে। এই কোচিং মোট ২০ দিনের হবে যেখানে প্রতিদিন ৩ ঘন্টার ক্লাস সকাল ১১ টা থেকে থাকবে, কোচিং এর ভেন্যু হচ্ছে নিচ তলা, শ্রম ভবন, অফিস লেন, আগরতলা, কোচিং ক্লাস সেপ্টেম্বর মাসেই শুরু হবে। সরকারি ছুটির দিনে ক্লাস বন্ধ থাকবেঊ ইচ্ছুক প্রার্থীরা উপরে উল্লেখিত অফিসের রেজিস্ট্রেশন রুমে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন ঊ রেজিস্ট্রেশনের জন্য বয়সের প্রমাণপত্র এবং সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট অথবা সার্টিফিকেটের ফটোকপি সঙ্গে নিয়ে আসবেন। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কোচিংয়ের তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রার্থীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

Statistician
District Employment Exchange, West Tripura
ICA/D-921/26 Government of Tripura

NIT NO: e-PT-17/P/EE/ RD-DIV/JRN/2026-27 Dt. 01/09/2026
On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Jirania Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 09/09/2026 for "Excavation of Earth by Mechanical device, Supply and filling of earth with compaction by mechanical device at different area under the jurisdiction of RD Jirania Division". For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-
ICA/C-1857/26 **Executive Engineer**
RD Jirania Division Jirania, West Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. No: F.6(1-60)-AGMC/P&P/College/Office Vehicle/ 2022. Dt. 01/09/2026.
TENDER FOR "Hiring of Maruti Eeco vehicle for Official purpose in the Principal, Agartala Government Medical College, Agartala".
A Tender hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & Head of Department, A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for ""Hiring of Maruti Eeco vehicle for Official purpose in the Principal, Agartala Government Medical College, Agartala".
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http:// tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 21/09/2026 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e- procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-1851/26 **Medical Superintendent & HOD**
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

MEMORANDUM
PNIT NO:- 01/EE/SD/PWD(R&B)/AGT/2026-27 **Dated 28/08/2026**
1) Name of work:- Maintenance of damaged boundary wall at Sanicherra store yard west side during the year 2026-27./SH RCC Work, brickwork, plastering, MS Grill, Colour Washing, Jungle Clearing etc. at Sanicherra & Batarashi P.W.D (R&B) Store Yard under S.D.O (PWD) (R&B) Store Sub-Division, Dharmanagar, North Tripura.
E- TENDER ID: 2026_CEPWD_76458_1
DNIT NO:- 01/EE/SD/PWD(R&B)/DIV/AGT/2026-27
2) Name of work:- Clearing of jungles in the Store yard, A.D.Nagar,Agartala under Stores Division office, PWD(R&B) Agartala, Tripura West /SH:- Clearing of jungle, Cutting of trees, maintenance of drains etc during the year 2026-27.
E-TENDER ID:- 2026_CEPWD_76466_1
DNIT NO:- 02/EE/SD/PWD(R&B)/DIV/AGT/2026-27
This memorandum is issued to inform all concerned that the above noted tenders which were uploaded on 28/08/2026 at 5.00 PM are hereby cancelled due to technical reasons.
Accordingly all prospective bidders are hereby informed that the tender process initiated vide the above mentioned PNIT stands cancelled with immediate effect.
The inconvenience caused to the prospective bidders if any is rejected.

ICA/C-1846/26 **Executive Engineer**
Stores Division PWD(R&B)
Tripura

৫ সেপ্টেম্বর থেকে সিপাহীজলা জেলায়ও এসআইআর কর্মসূচি শুরু হবে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: সারা রাজ্যের সাথে সিপাহীজলা জেলাতেও আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এসআইআর কর্মসূচি শুরু হবে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল আজ জেলাশাসক কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসআইআর কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
জেলাশাসক জানান, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, প্রিন্টিং ও উক্ত প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ এর মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা হবে। ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে।২১ অক্টোবর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত নোটিশ প্রদান করা হবে এবং আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হবে। ২৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তিনি জানান, জেলায় মোট ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র, ৪৭৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং মোট ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১৬৯ জন ভোটার রয়েছেন। আসন্ন এসআইআর কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এডিএম দেবদাস দেববর্মা, এডিএম সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

খয়েরপুরে নবনির্মিত রাধামাধব মন্দিরের শুভ উদ্বোধন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: খয়েরপুর বিধানসভার অন্তর্গত হঠাৎ বাজার এলাকায় নবনির্মিত রাধামাধব মন্দির ও নাটমন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবির পর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় ।জানা গেছে, হঠাৎ বাজার এলাকার বিবেকানন্দ আশ্রম সেবক সংঘের সদস্যবৃন্দ ও এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি রাধামাধব মন্দির নির্মাণের। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে খয়েরপুরের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেন। নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের শুভ দ্বার উন্মোচন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।মন্দির উদ্বোধন করে বিধায়ক বলেন, নবনির্মিত শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দিরের স্বমহিমা ও গৌরব বজায় রাখার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মন্দির কমিটি ও এলাকাবাসী ভবিষ্যতে হরিনাম সংকীর্তন এবং সকল ভক্তের জন্য সেবামূলক কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা করবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION, AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T-No: 14/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 02/09/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of open shed at South RamnagarJama Masjid at South Ramnagar under Ward No-35, AMC. **D.N.I.E.T No. 42/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 43,25,496	Rs. 86,510.	120(One hundred twenty) Days
2	Development of water body (East side) near Primary Vivekananda School at Akhaura Road under Ward No-35, AMC. **D.N.I.E.T No. 43/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 10,00.407	Rs. 20,008	120(One hundred twenty) Days
3	Construction of boundary wall near Joynagar Abasan under Ward No-36, AMC. **D.N.I.E.T No. 44/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 36,85,829	Rs. 73,717	120(One hundred twenty) Days
4	Improvement of road and drain repairing near H/O Dhiraj Debbarma to Badher Par at Pragati road under Ward No-19, AMC **D.N.I.E.T No. 45/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 7,06,634	Rs. 14,133	60 (Sixty) days
5	improvement of road by RCC and cover drain from the H/O Badal Bhattacharjee to Suman Bhattacharjee (Mahadeb Bhattacharjee goli) under Ward No-14, AMC. 2nd Call. **D.N.I.E.T No. 11/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 36,47,995	Rs. 72,960	120(One hundred twenty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 08-09-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 08-09-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

রাজস্থানে পুরভোটের আগে উচ্চবর্ণের অসন্তোষ, চাপে বিজেপি-কংগ্রেস

জয়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের নির্বাচনী রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই দলীয় আনুগত্য, জাতপাতের সমীকরণ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবে পুরসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন এক রাজনৈতিক প্রবণতা নজরে আসছে। বিজেপি ও কংগ্রেসদুই দলের বিরুদ্ধেই উচ্চবর্ণের একাংশের মধ্যে প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
কোথাও প্রার্থী বাছাই নিয়ে ক্ষোভ গড়িয়েছে বিক্ষোভে, কোথাও হয়েছে সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈঠক ও বাইক র‍্যালি। আবার কোথাও দলীয় প্রার্থীদের বদলে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পছন্দ কি এবার একইভাবে বজায় থাকবে? যদিও এই অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা এখনই বলা কঠিন। তবে পুরভোটের আগে এই ধরনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সক্রিয়তা রাজস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে আবু রোডে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিজেপি ও কংগ্রেসউভয় দলের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ব্রহ্মপুরী কলোনির পরশুরাম ভবনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, দুই দলের প্রতি দীর্ঘদিনের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও প্রার্থী তালিকায় সম্প্রদায়টি যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায়নি।
স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা টিকিট বণ্টন প্রক্রিয়ার তদন্তের দাবি জানান এবং বিজেপির জেলা সভাপতি রক্ষা ভান্ডারি ও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি লীলারামকে সরানোর দাবিও তোলেন। অর্থাৎ তাঁদের অভিযোগ শুধু নির্দিষ্ট কোনও প্রার্থীকে ঘিরে নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতির বৃহত্তর প্রশ্নকে সামনে রেখে।
গঙ্গাপুর সিটিতে আবার ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। উচ্চবর্ণের একাংশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন বিজেপি বা কংগ্রেসের পরিবর্তে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
বুধবার ওয়ার্ড ৩০-এর হনুমান মন্দির থেকে একটি বাইক র‍্যালি বের হয়। তার আগে সমবেতভাবে হনুমান চালিশা পাঠ করা হয়। পরে মূল বাজার হয়ে র‍্যালিটি ওয়ার্ড ৩৫-এর কমিটি অফিসের দিকে যায়। একইসঙ্গে ইউজিসি-সহ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবিও তুলে ধরা হয়।
সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বেদপ্রকাশ মঙ্গলের দাবি, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ৩০টিরও বেশি নির্দল প্রার্থী তাঁদের সমর্থনের জন্য কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হবে এবং শুক্রবার কোন প্রার্থীদের সমর্থন করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা।
সংগঠনটি জানিয়েছে, নির্বাচিত নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনে পথসভা, র‍্যালি এবং অন্যান্য জনসংযোগ কর্মসূচি চালানো হবে। এই কৌশল সফল হলে ঘনিষ্ঠ লড়াইয়ের ওয়ার্ডগুলিতে বিজেপি ও কংগ্রেসের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। কারণ ভোট এক দল থেকে অন্য দলে সম্পূর্ণ স্থানান্তরিত না হয়ে একাধিক নির্দল প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে পারে।
এই অসন্তোষকে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগও দেখা গেছে। শ্রী রাজপুত করণী সেনার জাতীয় সভাপতি মহিপাল সিং মাকরানা বিকানেরে বিজেপি ও কংগ্রেস বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন। উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়কে নিজেদের ভোটের শক্তি প্রদর্শনেরও ডাক দিয়েছেন তিনি।
মাকরানার হস্তক্ষেপে স্থানীয় টিকিট বণ্টন নিয়ে ক্ষোভ বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইউজিসি-সংক্রান্ত দাবিকে ঘিরে আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা জানিয়ে তিনি সরকার দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।
ইউজিসি আইন, এসসি/এসটি আইন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করেও রাজস্থানে উচ্চবর্ণের একাংশের মধ্যে আন্দোলন চলছে। তবে এই দাবিগুলি নির্দিষ্ট কিছু সংগঠন ও গোষ্ঠীর বক্তব্য; এগুলিকে রাজ্যের সমগ্র উচ্চবর্ণের মানুষের মতামত হিসেবে দেখা যায় না।
পুরভোটের ফলেই বোঝা যাবে এই অসন্তোষ কতটা ভোটে প্রতিফলিত হয়। বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় পুরভোটের পরিসর ছোট হলেও রাজনৈতিকভাবে এর গুরুত্ব রয়েছে। কারণ কাউন্সিলর নির্বাচন ওয়ার্ডভিত্তিক হওয়ায় স্থানীয় জাতপাতের সমীকরণ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রার্থীর জনপ্রিয়তা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনের প্রভাব সরাসরি ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।
কোনও কোনও ওয়ার্ডে কয়েকশো ভোটের ব্যবধানেই ফল নির্ধারিত হতে পারে। ফলে সংগঠিতভাবে কোনও সম্প্রদায়ের ভোট নির্দল প্রার্থীদের দিকে সরে গেলে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়কেই ত্রিমুখী লড়াইয়ের মুখে পড়তে হতে পারে।
বর্তমান পরিস্থিতিকে দেখার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে, এটি সাধারণ নির্বাচনী প্রবণতাও হতে পারেটিকিট না পাওয়া প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের ক্ষোভ, নির্বাচনের আগে সম্প্রদায়ভিত্তিক বিক্ষোভ এবং ভোটের পর সেই ক্ষোভের অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, এই বিক্ষোভ যদি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গভীর অসন্তোষের প্রতিফলন হয়, তাহলে তা ভবিষ্যতের ভোটের আচরণেও প্রভাব ফেলতে পারে।
তবে এই মুহূর্তে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে রাজ্যজুড়ে উচ্চবর্ণের ভোটারদের মধ্যে বিজেপি বা কংগ্রেসের সমর্থনে বড় ধরনের ধস নেমেছে। একইভাবে নির্দল প্রার্থীরা এই জনমোবিলাইজেশনকে নির্বাচনী সাফল্যে পরিণত করতে পারবেন কি না, সেটিও স্পষ্ট নয়।
তবু ব্যক্তিগত ক্ষোভের পরিসর পেরিয়ে বিষয়টি যখন প্রকাশ্য বিক্ষোভ, সংগঠিত কর্মসূচি এবং নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনের আহ্বানে পৌঁছেছে, তখন তা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রাজস্থানে বিজেপি ও কংগ্রেস এখনও প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তি এবং উভয়েরই শক্তিশালী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফলে রাতারাতি এই পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্র বদলে দেবে, এমন সম্ভাবনা এখনই নেই। তবে কয়েকটি ওয়ার্ডে সম্প্রদায়ভিত্তিক অসন্তোষের কারণে ফলাফল বদলে গেলেও নির্বাচনের সামগ্রিক রাজনৈতিক বার্তায় তার প্রভাব পড়তে পারে।
আপাতত বিক্ষোভকারীদের বার্তা স্পষ্টপ্রথাগত রাজনৈতিক সমর্থনকে আর নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। সেই বার্তা সত্যিকারের ভোটবদলে পরিণত হয়, নাকি নির্বাচনী মরসুমের ক্ষোভ হিসেবেই থেকে যায়, তার উত্তর মিলবে ব্যালট বাক্সেই।

এসআইআর: মোহনপুর মহকুমায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৬ জন ভোটার রয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে মোহনপুর মহকুমায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজ মোহনপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস এসআইআর-২০২৬ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।
তিনি জানান, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরণ, প্রিন্টিং এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বিএলওগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। ১৪ অক্টোবরের মধ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
তিনি জানান, আগামী ২১ অক্টোবর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হবে। ২১ অক্টোবর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত নোটিশ প্রদান ও দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ চলবে। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তিনি আরও জানান, মোহনপুর মহকুমায় মোট তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমানে এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৬ জন।

দুর্গাপুর হাই স্কুলে স্মার্ট টয়লেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ সেপ্টেম্বর: ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় ফেরোসিমেন্ট স্থাপত্য এবং স্বয়ংক্রিয় সৌরশক্তি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার রাণীখামার এলাকার দুর্গাপুর হাই স্কুলে স্মার্ট টয়লেট নির্মাণ করা হয়। বৃহস্পতিবার এনবিআইআরটি, আইআইইএসটি শিবপুরের সহযোগিতায় নবনির্মিত স্মার্ট টয়লেটের উদ্বোধন হয়। এটি একটি উন্নত ও সম্পদ-সাশ্রয়ী স্মার্ট টয়লেট।

স্বয়ংক্রিয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং যথাযথ বায়ুচলাচলের অভাব, সীমিত সম্পদের পরিবেশে প্রায়শই পরিকাঠামোগুলোর অবনতি এবং পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রকৌশলগত প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করার জন্য, এনবিআইআরটি এবং আইআইইএসটি শিবপুরের যৌথ প্রকল্প দল একটি যুগান্তকারী স্মার্ট টয়লেট মডেল তৈরি ও স্থাপন করেছে।

এটি প্রচলিত ইটের কাঠামোর তুলনায় উচ্চ প্রসার্য শক্তি এবং স্থায়িত্ব বজায় রেখে সামগ্রিক অন্তর্নিহিত শক্তি এবং স্থাপনা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। একটি বিশেষ সৌর সিস্টেম ওয়াটার পাম্পকে শক্তি জোগায়। সমন্বিত সেন্সরগুলো ক্রমাগত ওভারহেড জলাধার পর্যবেক্ষণ করে এবং জলের সর্বোত্তম পরিমাণ বজায় রাখার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাম্প চালু করে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নবায়নযোগ্য শক্তি বিশেষজ্ঞ এবং ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের শক্তি বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক (ড.) শান্তিপদ গনচৌধুরী স্মার্ট টয়লেট উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন প্রকৃতিকে বাঁচাতে কার্বনডাই-অক্সাইড কমাতে হবে। এরজন্য অফুরান সৌরশক্তি ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দূষণ মুক্ত পৃথিবী উপহার দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবাইকে নিতে হবে। এই স্মার্ট টয়লেটে সৌর চালিত পাম্প থেকে জল সরবরাহ হবে। অতিরিক্ত জল মিড ডে মিল এবং পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। টয়লেট এর দরজা খোলার পর লাইট ফ্যান চালু হবে। এবং দরজা বন্ধ করার পর লাইট ফ্যান বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ অপচয়ের কোন সুযোগ নেই। এই টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য। নাবার্ড এর জেনারেল ম্যানেজার তনুশ্রী ভট্টাচার্য এই সম্পদ রক্ষা করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। ছিলেন এনবিআইআরটি-র গবেষণা বিজ্ঞানী ডঃ ঋচিক ঘোষঠাকুর এবং এনবিআইআরটির সহসভাপতি কপিল বরণ ঘোষ , দুর্গাপুর হাই স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান বলদেব সিনহা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ।

ধর্মনগরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ধর্মনগরে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী রাণী দাস সেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা শাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল, ডার্লং ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে মোট ৪৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

দা দিয়ে কুপিয়ে জনজাতি গৃহবধূকে

● **আটের পাতার পর** এবং তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি নাতা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে অভিযুক্ত ধন্যমোহন জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আক্রান্ত গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবিভিপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: এবিভিপির বিরুদ্ধে এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া বা এসএফআই। সংগঠনের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাদের ছাত্র কর্মী ও সমর্থকদের উপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে।

এদিন ছাত্র-যুব ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। এরপর পোস্ট অফিস চৌমুহনী, সিটি সেন্টার ও বটতলা হয়ে মিছিলটি পুনরায় ছাত্র-যুব ভবনে এসে শেষ হয়। মিছিলে এসএফআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা অংশ নেন।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে এসএফআই নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, সংগঠনের ছাত্র ও কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তাঁদের দাবি, বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এসএফআই। হামলা চালিয়ে সেই আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব নয় বলেও হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

এসএফআইয়ের অভিযোগ, গতকাল বিশালগড়ের চড়িলাম এলাকার একটি স্কুলে তাদের ছাত্র কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে তাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ সংগঠনের।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে এসএফআই নেতৃত্ব পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের বক্তব্য, ছাত্রদের উপর হামলার ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এসএফআই নেতৃত্ব আরও বলেন, ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি ও অধিকার নিয়ে সংগঠনটি ময়দানে রয়েছে এবং আগামী দিনেও আন্দোলন চালিয়ে যাবে। হামলা বা ভয় দেখিয়ে সংগঠনের আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না বলেও দাবি করেন তাঁরা।

জন্মাষ্টমীর প্রাক্কালে কৈলাসহরে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা দিবস, বাইক র্যালি

কৈলাসহর, ৩ সেপ্টেম্বর: শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর প্রাক্কালে ধর্মীয় আবহে পালিত হল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠাতা দিবস। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাসহর শহরে এক বর্ণাঢ্য বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাতা দিবসের কর্মসূচি পালন করা হয়। সকালে কৈলাসহর টাউন কালীবাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে সুসজ্জিত বাইক র্যালির সূচনা হয়। হাতে ধর্মীয় পতাকা নিয়ে বহু যুবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বাইক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

র্যালিটি কৈলাসহর শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন কালীবাড়ির সামনে এসে শেষ হয়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা দিবস এবং জন্মাষ্টমীর আবহকে একসূত্রে মিলিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই শহরজুড়ে যুবসমাজের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কর্মসূচি প্রসঙ্গে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় দাস সংবাদমাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এবারের বাইক র্যালিতেও সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।

১৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল। অসম রাইফেলস ও সিভিল পুলিশের মধ্যে সমন্বিত অভিযান এবং আন্তঃসংস্থার সহযোগিতার ফলে মাদক পাচারকারীদের নেটওয়ার্কে বড় ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মাদকের অবৈধ সরবরাহ বন্ধ করতে এবং সাধারণ মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে অসম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গাড়ির কাচে বেআইনি কালো

● **আটের পাতার পর** লাগানো হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গাড়ির কাচে অতিরিক্ত কালো আবরণ ব্যবহার করে পাচার বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার অভিযোগ রয়েছে। অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতেই গাড়ির কাচে বেআইনি কালো কাগজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

● **আটের পাতার পর** দেবশ্রী রায় বলেন, "উত্তম কুমারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। তবে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করার এবং তাঁর 'মহানায়ক' সত্তার আভা অনুভব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একজন মহান অভিনেতার এই স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমাকে এর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উত্তম কুমার তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন এবং তাঁর নিজস্ব, অনন্য অভিনয়শৈলীর জন্য তিনি আজও অমর।"

মহুয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তাঁকে আমার শ্বশুর হিসেবে পাওয়া আমার সৌভাগ্য। তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর বাস্তব জীবনের উপস্থিতি অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি। পর্দায় এবং তাঁর অগণিত অনুরাগীর হৃদয়ে তিনি যেমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, বাস্তব জীবনেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল ঠিক ততটাই আকর্ষণীয় ও তারাময়।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "আমরা সবসময় উৎকর্ষ এবং যা সত্যিই 'সোনা'র মতো মূল্যবান, তা উদযাপন করে থাকি। মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মহানায়ক উত্তম কুমার এমন এক নাম, যার মূল্য সত্যিই সোনার সমান।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের 'উত্তম — দ্য মহানায়ক' স্মারক প্রদর্শনীটি কিউরেট করেছেন বিশিষ্ট সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ। সবার উপস্থিতিতে মহানায়ক উত্তম কুমার এর জন্ম শতবার্ষিকীতে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরার নদী-ছড়া ধ্বংসের পথ

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কোর্সের শংসাপত্র দিল্লি থেকে পরিচালিত কোনো সংস্থার মাধ্যমে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

বালি উত্তোলন প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, বন দফতরের ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের পরিকাঠামো রয়েছে। জেলা বন আধিকারিক, মহকুমা বন আধিকারিক, রেঞ্জ অফিসার, ফরেস্টার, বনরক্ষী এবং ওয়াচারদের মতো কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করছেন। তা সত্ত্বেও অবৈধ বালি উত্তোলনের কারণে ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক নদী ও ছড়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, বালি উত্তোলনের অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শিল্প দফতরের হাতে তুলে দিলে ত্রিপুরার নদী ও ছড়াগুলি আরও ধ্বংসের মুখে পড়বে। অবিলম্বে সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তিনি।

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে ত্রিপুরার পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বলেও সতর্ক করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে পরিবেশ ধ্বংসের দিকে এটি আরও একটি পদক্ষেপ।

শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ৩৩ তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্তমিলন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর: বিলোনীয়া মহকুমার সাড়াসীমা দক্ষিণ পাড়াস্থিত আগামীকাল শুক্রবার থেকে শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ৩৩ তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্তমিলন শুরু হতে যাচ্ছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়নের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হবে। শনিবার এবং রবিবার ভোরে মঙ্গলারতি, ঠাকুর পূজা এবং অহোরাত্র হবে শ্রী শ্রী সত্যনারায়ন পূজা। সোমবার দুপুর দুইটা থেকে মহাপ্রসাদ বিতরন করা হবে।

মঙ্গলবার সকালে মঙ্গলারতি ও নগর কীর্তনান্তে উৎসবের সমাপ্তি হবে। লোকনাথ উৎসব ও ভক্তমিলন কে ঘিরে উৎসব কমিটি এবং ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ১৯৯৪ সালে একটা চিলে কৌঠাতে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন এক দিনের উৎসব হতো। লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির বরিষ্ঠ সদস্য অনুপম মজুমদার জানান ১৯৯৮ সাল থেকে চারদিনের উৎসব শুরু হয়। মূল মন্দির নির্মাণ শেষ হয় ২০২৫ সালে। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের ১৭ তারিখ থেকে লোকনাথ বাবার উৎসব শুরু হয় ।পাশাপাশি লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটি প্রতিনিয়ত বস্ত্রদান, অন্নদান, শিশুদের খাতা কলম দান, বৃক্ষ রোপন সহ নানা সামাজিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে।

লোকনাথ বাবার উৎসব মানে সকলের মিলন মেলা। প্রতি বৎসর লোকনাথ বাবার উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির মন্দির কমিটির সম্পাদক গোপাল মজুমদার এবং এ বছরের উৎসব কমিটির সম্পাদক রতন কর্মকার বলেন বহু দূর দিগন্ত থেকে আসা ভক্তদের জন্য প্রতিদিন অন্নভোগের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। সাড়াসীমা দক্ষিণ পাড়াস্থিত লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির এর পক্ষ থেকে সকল ভক্ত বৃন্দরা উৎসবে যোগদান করে আনন্দবর্দন এবং প্রসাদ গ্রহন করবেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জল সংরক্ষণ ও পানীয়

● **আটের পাতার পর** কিশোর বর্মন বলেন, জলসম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর জল' উদ্যোগের লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জলনিরাপদ, সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারও নিজের দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অরবিন্দনগর কলোনিতে ইয়াবাসহ

● **আটের পাতার পর** জানা যায়, আটক যুবকের বাড়ি রাঙ্গাউটি এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অরবিন্দনগর কলোনি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইয়াবা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

প্রায় ৩ কোটি টাকার

● **প্রথম পাতার পর** থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকেই তিনজনকে আটক করা হয়।

এত বিপুল পরিমাণ মাদক কীভাবে পাথর বোঝাই লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মাদকের উৎস কোথায় এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক পাচার চক্রের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জোলাইবাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযানের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বাপি দেববর্মা এবং বাইখোড়া থানার ওসি অরুণা দাস।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার এবং তিনজনকে আটকের ঘটনায় তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে।

ডিজিটাল পরিবহণে নতুন দিশা

● **প্রথম পাতার পর** পর্যটনকেন্দ্র, থাকার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিকনির্দেশ পাবেন। এর ফলে ত্রিপুরায় আগত পর্যটকদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ত্রিপুরাকে আধুনিক, নিরাপদ ও পর্যটকবান্ধব রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। অ্যাপভিত্তিক ক্যাব পরিষেবা চালুর ফলে যাত্রীদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও পর্যটকদের কাছে ত্রিপুরাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনকে একই ডিজিটাল পরিবহণ ব্যবস্থার আওতায় আনার এই উদ্যোগ ত্রিপুরার পরিবহণ ও পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সোনা গায়েব

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ ওঠে। যদিও স্বর্ণালংকারের প্রকৃত পরিমাণ, তা আদৌ কীভাবে নিখোঁজ হয়েছে এবং অভিযোগের সত্যতা কী, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

অভিযোগকারীদের দাবি, প্রথমদিকে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি জানানো হলেও কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, ত্রিপুরা হাইকোর্ট বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস এবং এসআই পর্যায়ের দুই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি তদন্তের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের যোগ্য আধিকারিক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয় বলে জানা গেছে। থানার সিসিটিভি ফুটেজ, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশকর্মীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা শুরু হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে গিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

সবশেষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানার ওসি, সেকেন্ড ওসি, এক এসআই এবং এক কনস্টেবলকে ক্লোজ করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এখন তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন অভিযোগকারী পরিবারসহ সাধারণ মানুষ।

টিফিন পিরিয়ডে নবম শ্রেণির

● **প্রথম পাতার পর** কর্মীরা স্কুলে পৌঁছে রক্তাক্ত ছাত্রকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ছুরিটি অনির্বানের বাম ঘাড়ে ঢুকে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা ক্ষতস্থানে সেলাই করেছেন। বর্তমানে অনির্বান ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ কৈলাশহর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ বিদ্যালয়ে পৌঁছে অভিযুক্ত ছাত্রীকে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদে ওই ছাত্রী ঘটনার কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। তার বক্তব্য, নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র তাকে দেখে ইভটিজিং করছিল এবং তাকে ঢিল ছুড়ছিল। সেই কারণে আত্মরক্ষার জন্য সে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ব্যবহৃত ছুরিটি ওই ছাত্রী অনলাইনে অর্ডার করে এনেছিল বলে জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছে।

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ছাত্রীর বয়স ১৭ বছর। সে গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য স্কুলে ফর্ম পূরণ করতে এসেছিল বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, আহত ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে অনির্বান ধরকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রীর বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যানগর বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কৈলাশহর থানার পুলিশ।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর** পোস্টে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বোড়ো ও ডিমাসা সম্প্রদায়ের মতো ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে কেন জমির অধিকার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্যবস্থা দেওয়া হবে না।

প্রদ্যোতের এই অবস্থান শুক্রবারের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে বিজেপি-টিএমপি নির্বাচনী সমঝোতার পাশাপাশি আদিবাসী জমির অধিকারও দিল্লির বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠতে পারে।

অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু নিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** নেতারা। দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিধানসভায় যে 'সুইসাইড নোট'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি প্রকাশ্যে আনার দাবি জানানো হয়। কংগ্রেসের প্রশ্ন, নোটটি যদি থেকে থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন এবং কোন তথ্যের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী এত দ্রুত ঘটনাটিকে 'ন্যাচারাল সুইসাইড' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

কংগ্রেসের বক্তব্য অনুযায়ী, পোস্টমর্টেম-সংক্রান্ত তথ্য এবং ফরেনসিক তদন্তের সঙ্গে যুক্ত তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলে তারা দাবি করছে। একদিকে মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদিকে ফরেনসিক-সংক্রান্ত তথ্যে মৃতদেহ শোয়ানো অবস্থায় পাওয়ার কথা সামনে এসেছে বলে দাবি করা হয়। এই বিষয়গুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে দলটি।

এদিকে অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপনের পর বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে 'অসংসদীয় শব্দ' ব্যবহারের অভিযোগে সাসপেন্ড করার বিষয়টিও তুলে ধরে কংগ্রেস। দলের প্রশ্ন, বিধানসভার নিয়মভঙ্গের বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করা হলেও মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের দাবির সঙ্গে এই বিষয়টিকে কেন এক করে দেখা হচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী আরও দাবি করেন, পুলিশপ্রধানের অফিসের বাথরুম থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের পর হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রায় ৪৫ মিনিট বিলম্ব এবং পরে চিকিৎসককে মৃত ঘোষণা করতে আরও প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগার বিষয়টিও নিরপেক্ষ তদন্তের আওতায় আনা উচিত।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একজন কর্মরত হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করে ঘটনার সমস্ত তথ্য প্রকাশ এবং অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের দাবি জানায় প্রদেশ কংগ্রেস।

ই-রিক্সা উল্টে

● **প্রথম পাতার পর** আসে শোকের আবহ। কীভাবে ই-রিক্সাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায়ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংঘাত নিরসনে

● **প্রথম পাতার পর** যৌথ উন্নয়ন ও যৌথ উৎপাদনের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং অপরাধ দমনে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সহযোগিতাও আরও জোরদার করা হবে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে ভারত ও বেলজিয়ামের অভিন্ন অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে মোদি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র দুই দেশের স্থায়িত্বমূলক সহযোগিতায় নতুন গতি আনবে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে বেলজিয়ামের দক্ষতা এবং ভারতের বৃহৎ পরিসরের সক্ষমতা একে অপরের পরিপূরক বলেও জানান তিনি। এই লক্ষ্যে বেলজিয়ামের আইএমইসি ইনস্টিটিউটকে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দুই দেশ কাজ করবে।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধি এবং অভিন্ন সমৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং এফটিএ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে বলে জানান তিনি।

এই সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব ফলাফলে পরিণত করতে ভারত বেলজিয়ামের সংস্থাগুলির জন্য দেশে 'ইনভেস্টমেন্ট ফাস্ট-ট্র্যাক মেকানিজম' চালু করেছে। পাশাপাশি ভারত-বেলজিয়াম বিজনেস ফোরামকে নিয়মিত ব্যবস্থায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই দেশের আর্থিক, ফিনটেক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ও বাড়ানো হবে। আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ, সন্ধ্যার পর গৌতম ঘোষ তাঁর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী মাম্পি ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করেন। সেই সময় মাম্পির পাশে থাকা একটি ছোট শিশুর চিৎকারে বিষয়টি আশপাশের মানুষের নজরে আসে। শিশুটির চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। লোকজন এগিয়ে আসায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিতভাবে সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এরপরই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে বহু মানুষ জড়ো হয়ে যান। অভিযুক্তকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ক্ষুব্ধ জনতার হাতে অভিযুক্ত মারধরের শিকার হন। খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তীসহ পুলিশ কর্মী এবং টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ অভিযুক্ত গৌতম ঘোষকে রাতেই থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত ঘটনার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছেন।

এদিকে, ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকালে যাত্রাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মাম্পি ঘোষ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই কাঠালিয়া এলাকার স্কুলপাড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়ার কথা থানার নজরে এসেছে। কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বলে জানান যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক।

বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার বিষয়ে জানতে যাত্রাপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, ঘটনাটি সত্য এবং অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত গৌতম ঘোষকে সোনামুড়া আদালতে সোপর্দ করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

দুর্গাপূজার আগে যানজট

● **প্রথম পাতার পর** পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন অংশে অটোরিকশার উপস্থিতি, যাত্রী ওঠানামা এবং রাস্তার উপরেই যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

দুর্গাপূজার সময় শহরে যানবাহনের চাপ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনের সময় যানজট নিয়ন্ত্রণে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মেয়র। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আগামী দিনে পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে পুর নিগম ও ট্রাফিক দপ্তরের সমন্বয়ে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1   04-09-2026, 00:45

খেলাঙ্গন

রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু শান্তিরবাজার, সদর ও বিশালগড়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন গ্রুপর খেলায় ব্যাটে-বলের লড়াইয়ে দাপট দেখিয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া দলগুলো। প্রথম দিনে কিছু ম্যাচে বড় জয় দিয়ে শুভ সূচনা হয়েছে, আবার কোথাও বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পণ্ড হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোতে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত ও দলগত পারফরম্যান্স ছিল বেশ নজরকাড়া। বাই খোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে শান্তিরবাজার ১৩৭ রানের বড় ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করে। প্রথমে ব্যাট করে শান্তিরবাজার ২১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে, জবাবে বিলোনিয়া ১৭.৪ ওভারে মাত্র ২৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। শান্তিরবাজারের অনন্যা দেবনাথ ৭৫ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে এবং বোলার এলিজা দেববর্মা ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ মাতান; অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে অনন্যা পান প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব। অন্যদিকে, মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সদর ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে সোনামুরাকে উড়িয়ে দিয়েছে। সোনামুরা মাত্র ৪১ রানে গুটিয়ে গেলে, সদর ৩.৪ ওভারে বিনা উইকেটে জয়ের লক্ষ্য পৌঁছে যায় এবং ৩.৪ ওভার বল করে মাত্র ৬ রানে ৩ উইকেট নেওয়া প্রিয়াঙ্কা সাহা প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে অপর ম্যাচে বিশালগড় ৫ উইকেটে ধর্মনগরকে পরাজিত করে, যেখানে বিশালের হয়ে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে স্নেহা সরকার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই আবহাওয়া কিছু ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিলোনিয়ার মাঠে গ্রুপ বি-এর আমবাসা বনাম লংতরাই ভ্যালির মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে মাঝপথে ভেস্তে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। তাছাড়া উদয়পুরের ম্যাচেও প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে ওভার কমিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও উদ্বোধনী দিনে নারী ক্রিকেটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রীড়াশৈলী ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর কেড়েছে।

ভবনস-কে হারালো বড়দোয়ালি স্কুল হলিক্রসের সেমিফাইনালে খেলা পাকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় তলাতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সদর ইন্টার স্কুল গার্লস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিল বরদোয়ালি স্কুল দল। ছয়টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি জয়ে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে তারা শেষ চারে প্রবেশ করল। এদিকে, বরদোয়ালি দলের কাছে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির পরাজিত হওয়ায় আখেরে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়ে গেছে হলি ক্রস স্কুলেরও।

ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে বরদোয়ালি স্কুল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নমঃ দাস ৬৫ বলে ঝোড়ো ৮৩ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন, যার সুবাদে তিনি ম্যাচসেরার পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া মৃত্তিকা চৌধুরী করেন ১৭ রান। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ১০ ওভারে নামিয়ে আনা হলে ভিজেডি বা অন্য নিয়মে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১০ ওভারে ৭৭ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভবনসদল ১০ ওভারে ৬ উইকেটে মাত্র ২৮ রান তুলতে সক্ষম হয়। বরদোয়ালির বোলার অনুভা পাল মাত্র ৮ রান খরচ করে একাই ৪টি উইকেট শিকার করেন এবং ত্রিতাশ সরকার ও মৃত্তিকা চৌধুরী ১টি করে উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পাঁচ জোরে বোলারকে নিয়ে নিউ জিল্যান্ড সফরের পরিকল্পনা গম্ভীর-আগরকরের, ভাবনায় নেই শামি, রঞ্জি ট্রফির সফলতম বোলারও!

নিউ জিল্যান্ড সফর ভারতীয় দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে কিউয়িদের বিরুদ্ধে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ, পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং দু'টি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। এই সফরের জন্য জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনায় রয়েছেন পাঁচ জন জোরে বোলার। তাঁদের মধ্যে এক জন বাংলার।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রাখতে হলে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টই জিততে হবে শুভমন গিলদের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় চাপ বেড়েছে ভারতীয় দলের। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের জন্য পাঁচ জন জোরে বোলারকে নিয়ে পরিকল্পনা করছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকরেরা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তালিকায় নেই দলীপ ট্রফিতে ভাল ফর্মে থাকা মহম্মদ শামির নাম। গম্ভীরদের ভাবনায় নেই শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়া রঞ্জি ট্রফির সফলতম জোরে বোলার জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নবি দারও। গম্ভীরদের পরিকল্পনায় রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশদীপ এবং গুরনুর ব্রার। বুমরাহ এবং আকাশদীপ এখন চোটের জন্য মাঠের বাইরে। গুরনুরের এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ভারত 'এ' দলের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স সন্তোষজনক। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে গম্ভীর, আগরকরদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা। বৈঠকে নিউ জিল্যান্ড সফরের পরিকল্পনার কথা জানতে চাইবেন কর্তারা। কোন ক্রিকেটারকে কেন ভাবা হচ্ছে, নিউ জিল্যান্ডে তাঁর সফল হওয়ার সম্ভাবনা কেমন সে সব নিয়ে কর্তারা আলোচনা করবেন কোচ এবং প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে। খতিয়ে দেখা হতে পারে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের ফিটনেস। বিশেষ করে জোরে বোলারদের ফিটনেস নিয়ে চিন্তিত বোর্ড কর্তারা।

নিউ জিল্যান্ডের পিচ এবং পরিবেশে স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলারদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দু'টেস্টের সিরিজে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেন। তাই দল নির্বাচনের আগে সব কিছু ভাল ভাবে খতিয়ে দেখে নিতে চাইছেন বোর্ড কর্তারা। কারণ গম্ভীরের জমানায় টেস্টে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন।আরও একবার ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ এসেছে সরফরাজ খানের সামনে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি সাই সুদর্শন। তিনি বাদ পড়েছেন। তাঁর বদলে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ। দলে সুযোগ পেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন সরফরাজ।মুখে কিছু বলেননি সরফরাজ। সমাজমাধ্যমে নিজের দু'টি ছবি দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে জার্সি পরে এক শহর থেকে আর এক শহর বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যান, সেই জার্সি পরে রয়েছেন সরফরাজ। একটি ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাবা নওশাদও। সরফরাজের মুখে হাসি। দেখে বোঝা যাচ্ছে, আরও একবার সুযোগ পেয়ে কতটা খুশি তিনি।

রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দেয়, সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজকে নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, "শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন সুদর্শন। তিনি আপাতত বেঙ্গালুরুর উৎকর্ষ কেন্দ্রে রয়েছেন। সেখানে তাঁর ডান পায়ের গোড়ালির চোট পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল দল তাঁর দিকে নজর রাখছে।" সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরও লেখা হয়েছে, "পুরুষদের নির্বাচক কমিটি সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজের নাম ঘোষণা করেছে। ১৫ অগস্ট থেকে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। গল যাওয়ার আগে কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সরফরাজ।"প্রায় দু'বছর ধরে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সফল ব্যাটার। ৬২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার পর সরফরাজের ব্যাটিং গড় ৬৪.৭৩। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র ছ'টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২৪-২৫ মরসুমে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। শেষ দু'টেস্টের চার ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। করেছিলেন যথাক্রমে ১১, ৯, ০ এবং ১। তার পর আর ভারতের প্রথম একাদশে সুযোগ হয়নি। ভারতের টেস্ট দলে থাকলেও একটি ম্যাচও খেলানো হয়নি। এ বার শ্রীলঙ্কা সফরের দলে শুরুতে জায়গা হয়নি তাঁর।

পারফর্ম করেও দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা গোপন করেননি মুম্বইয়ের ব্যাটার। সমাজমাধ্যমে ২০১৯ সালের তেলুগু সিনেমা 'জার্সি'র একটি ছবি পোস্ট করে সরফরাজ লিখেছিলেন, "আমি হয়তো উপযুক্ত নই, কিন্তু আমি নিজের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করব।" ২৮ বছরের ব্যাটার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অজিত আগরকর, গৌতম গম্ভীরেরা তাঁকে দলে না রাখলেও লড়াই চালিয়ে যাবেন। নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাবেন। হয়তো এ ভাবেই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচকদের। তার পরেই তাঁকে নিলেন নির্বাচকেরা।

শ্রীলঙ্কার থেকে কেড়ে নেওয়া দায়িত্ব ভারতকে দিল আইসিসি মুম্বই এবং বডোদরায় হবে মেয়েদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

জল্পনা মতোই মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেল ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে আয়োজনের দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছে জয় শাহের আইসিসি।

২০২৭ সালের ১৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে। ভারতের দু'টি শহর মুম্বই এবং বডোদরায় হবে প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ছয় দলের প্রতিযোগিতা হবে এক দিনের ফরম্যাটে। পরে ঠিক হয়েছে, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে প্রতিযোগিতা।

প্রথমে প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ এখন রয়েছে সরকার নিয়োজিত কমিটির হাতে। কোনও দেশের ক্রিকেট সংস্থায় সরকারি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে না আইসিসি। এ ব্যাপারে শ্রীলঙ্কাকে বার বার সতর্ক করেছেন জয়রা। তাতেও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার হাত থেকে মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব কেড়ে নেয় আইসিসি। তখনই শোনা গিয়েছিল, প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেতে পারে ভারত। বাংলাদেশ এবং সাউথ আফ্রিকাও আগ্রহী ছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতকেই বেছে নিয়েছেন আইসিসি কর্তারা।

আয়োজক দেশ-সহ ক্রমতালিকায় প্রথম ছ'টি দেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার সুযোগ পাবে। সেই হিসাবে আয়োজক দেশ প্রথম ছয়ের মধ্যে না থাকলে ক্রমতালিকায় প্রথম পাঁচটি দেশ সুযোগ পেত। সেই অনুযায়ী পাকিস্তানের খেলার সুযোগ নেই। তাই ভারতের মাটিতেই সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমস্যা নেই।আবার বিতর্ক বাংলাদেশ ক্রিকেটে। এবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বোর্ডের প্রাক্তন ডিরেক্টর মুহম্মদ মুখলেসুর রহমান ওরফে শামিমের বিরুদ্ধে। বোর্ডের আরও দুই কর্তা জাকির হোসেন ও রাকিবুল ইসলাম সানির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছে। তিন কর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ড।

'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, আইসিসি-র দুর্নীতিদমন নীতি অনুযায়ী তিন কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। ম্যাচ গড়াপেটা, খেলায় প্রভাব খাটানো, আর্থিক দুর্নীতি-সহ বেশ কয়েকটি ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে শামিমদের বিরুদ্ধে।

'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইন্টেগ্রিটি ইউনিট'-এর তদন্তের পরেই এই অভিযোগগুলি সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, তদন্তের সময় যথাযথ তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি শামিমেরা। এমনকি, তাঁরা তদন্তে অসহযোগিতা করেছেন বলেও অভিযোগ।

খেলা শুরুর ১০ মিনিট পরেই থমকে যাবে ম্যাচ!

দেশের হয়ে আর খেলবেন না লিয়োনেল মেসি। অবসর নিয়েছেন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে। দেশকে এক বিশ্বকাপ ও জোড়া কোপা আমেরিকা জেতানো তারকাকে সম্মান জানাতে বিশেষ ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা।আর্জেন্টিনার মাটিতে পুরুষ ও মহিলাদের পরবর্তী যে ম্যাচ হবে, সেখানে খেলা শুরুর ১০ মিনিট পর এক মিনিটের জন্য তা থমকে যাবে। মেসির ১০ নম্বর জার্সিকে সম্মান জানাতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই এক মিনিট খেলোয়াড়, দর্শকেরা হাততালি দিয়ে মেসিকে সম্মান জানাবেন।আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা একটি বিবৃতিতে বলেছে, "পুরুষ ও মহিলাদের (১১ জনের ম্যাচ, ফুটসল ও বিচ সকার) পরবর্তী যে ম্যাচ হবে সেখানে প্রথমার্ধে ১০ মিনিটের পর খেলা থমকে যাবে। এক মিনিট খেলা হবে না। আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের হয়ে লিয়োনেল মেসির কেরিয়ার ও সাফল্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হবে।"মেসির দেশের ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, খেলা শুরু হওয়ার আগে স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে একটি ভিডিয়ো দেখানো হবে। সেখানে জাতীয় দলের হয়ে মেসির যাত্রার বিভিন্ন মুহূর্ত দেখানো হবে। সেখানে লেখা থাকবে, "গোটা দেশকে একত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ। তোমাকে মিসকরব লিয়ো।।" প্রায় দু'মিনিটের সেই ভিডিয়োর পর শুরু হবে খেলা।আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার সভাপতি হাভিয়ের মিলেই জানিয়েছেন, মেসির অবসর তাঁদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আকাশি-সাদা জার্সি আর না পরার যে সিদ্ধান্ত লিয়ো নিয়েছে, সেটা আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। ও আমাদের যে জাদু দেখিয়েছে, তার ঘোর এখনও কাটেনি। লিয়ো চলে যাওয়ার পর জাতীয় দলকে আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে। ওকে ছাড়াও আমাদের জিততে হবে। সেটা সহজ নয়।' নিজের অবসর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রুডিগার বলেন, "খানিক ভাবনাচিন্তা করার পর আমার জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে তরুণদের সুযোগ করে দেওয়ার সময় এসেছে বলে আমার মনে হয়। ২০১৪ সালে আমি যখন প্রথমবার জার্মানির জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলাম তখন আমি ভাবতেও পারিনি যে জাতীয় দলের হয়ে আমি ৮৬টি ম্যাচ খেলব। যদিও শেষ টুর্নামেন্টে সাফল্য আসেনি এবং আমাদের বেশ কিছু হতাশাজনক হারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তবে এই অধ্যায়টা আমার জন্য বিশেষ অনুভূতির ছিল।

এশিয়ান বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার তনয় : রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আগামী ২২ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা ৫৮তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত থেকে একমাত্র ''মেল ইন্টারন্যাশনাল ফিটনেস জাজ'' হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করার খবরটি তিনি ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু জীকে জানালে, আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজভবনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নির্ধারিত সময়ে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তনয় দাসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং বডিবিল্ডিং ও ফিটনেস খেলাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। রাজ্যপালের এই উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রাপ্তিতে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত তনয় দাস রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি, এই বিশেষ সাক্ষাতের বিষয়টি মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রকাশ করায় তাঁর প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এসোসিয়েশন সভাপতি। রাজ্যের ক্রীড়া মহলের মতে, একজন ত্রিপুরবাসীর এমন আন্তর্জাতিক দায়িত্বপ্রাপ্তি কেবল রাজ্যকেই নয়, সমগ্র দেশকে একনতুন গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সেন্ট পলসকে হারিয়ে টানা ৬ ম্যাচে অপরাজেয় আসাম রাইফেলস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সদর ইন্টার স্কুল গার্লস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সেন্ট পলস স্কুলকে ১৮৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে অপরাজিত ভূমিকায় সেমিফাইনালে খেলবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বেলা ১১:০২ মিনিটে শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে আসাম রাইফেলস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অলরাউন্ডার অনুষ্কা টুডু মাত্র ৬৬ বলে ১৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৯ রানের এক বিধ্বংসী ও অপরাজিত ইনিংস খেলেন। এছাড়া তানিয়া ছেত্রী ৩৫ এবং ঋদ্ধি নামা ১৭ রান যোগ করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট পলস স্কুলের ইনিংস ১২.৩ ওভারে মাত্র ২৭ রানে গুটিয়ে যায়। আসাম রাইফেলসের বোলারদের মধ্যে ঝিলিক দাস দুটি উইকেট পেলেও, দুর্দান্ত বোলিং নৈপুণ্যের সুবাদে অনুষ্কা টুডু ম্যাচ সেরার পুরস্কার অর্জন করেন।এই জয়ের মাধ্যমে টানা ছয়টি ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে বর্তমান টুর্নামেন্টে অপরাজয় ধারা বজায় রেখে সেমিফাইনালে প্রবেশ করল আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। সেন্ট পলসের ইনিংসে মহাশ্বেতা দাস ও অন্তরা মুহুরী যথাক্রমে ১টি করে উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে আসাম রাইফেলস দলের এমন ধারাবাহিক ও শক্তিশালী পারফরম্যান্স ক্রিকেট মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। দলের এই আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস এবং চমৎকার টিম গেম তাদের শিরোপার অন্যতম দাবিদার করে তুলেছে, যা আসন্ন সেমিফাইনালের লড়াইকে আরও বেশি জমজমাট করে তুলবে।

সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সদর ইন্টার স্কুল গার্লস টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। সাত দলীয় এই প্রতিযোগিতায় লিগ পর্যায়ের খেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল টানা ছয় ম্যাচে জয়ী হয়ে সেরা দল হিসেবে শেষ চারে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি, পাঁচটি ম্যাচে জয়লাভ করে বরদোয়ালি স্কুল পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে। এছাড়া টুর্নামেন্টের তৃতীয় ও চতুর্থ দল হিসেবে যথাক্রমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির এবং হলিক্রস স্কুল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার জমজমাট দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের পরবর্তী ধাপ শুরু হবে। ওইদিন নীপকো গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে লিগ সেরা আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে। একই দিনে এবং একই সময়ে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বরদোয়ালি স্কুল দল এবং হলিক্রস স্কুল দল একেঅপরের মুখোমুখি হবে। এই দুটি ম্যাচের বিজয়ী দল আগামী ৭ সেপ্টেম্বর নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা শিরোপার লড়াইয়ে বা ফাইনালে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

হরমনপ্রীতদের পুরনো রোগ যাচ্ছেই না! মহিলাদের এশিয়া কাপে পাকিস্তান ম্যাচের আগে চিন্তা বাড়ছে ভারতের

মহিলাদের এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তাইল্যান্ডকে ৯৪ রানে হারিয়েছে ভারত। এত বড় জয়ের পরেও ভারতের চিন্তা বাড়ছে। তার একটাই কারণ। সেই পুরনো রোগ। ভারতের ব্যাটিং এখনও নির্ভর করছে ওপেনারদের উপর। মিডল অর্ডার ভরসা জোগাতে ব্যর্থ।তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে ৬৪ রান করেছেন শেফালি বর্মা। ১০ বলে ১৯ রান করেছেন স্মৃতি মন্ধানা। অর্থাৎ, দুই ওপেনার মাত্র ৪৬ বলে ৮৩ রান তুলে দিয়েছেন। তার পরেও ১৫৯ রান করতে পেরেছে ভারত। ৪৬ রানে পড়েছে ৮ উইকেট। আরও এক বার ওপেনিং জুটি যে ভিত গড়ে দিয়েছে তা কাজে লাগাতে পারেনি ভারত।

এশিয়া কাপে নেই জেমাইমা রদ্রিগেজ। ফলে মিডল অর্ডার নির্ভর করছে প্রতীকা রাওয়াল, অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও ভারতী ফুলমালির উপর। ফিনিশারের ভূমিকায় রিচা ঘোষ ও দীপ্তি শর্মা। অথচ, তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রতীকা বাদে বাকি সকলে ব্যর্থ।

কয়েক মাস আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ও হরমনপ্রীতদের এই একই রোগ দেখা যাচ্ছিল। ওপেনারেরা ভাল শুরু দিলেও বড় রান করতে পারছিল না ভারত। তাইল্যান্ডের মতো দেশের বিরুদ্ধে জিততে সমসা না হলেও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই ছবি দেখা গেলে তার খেসারত দিতে হবে ভারতকে। যেমনটা দিতে হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। তার পরেও সমস্যা মেটেনি।শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলতে নামবে ভারত। এই ম্যাচের উপরেই নির্ভর করবে যে, কোন দল গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে যাবে। সেখানেও যদি ব্যাটিং এ ভাবে হয়, তা হলে কিন্তু বিপদ। হরমনপ্রীতেরা ভুল করলে তার সুবিধা অবশ্য নেবে পাকিস্তান।এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে যে সমস্যা হচ্ছে তা মেটাতে না পারলে চাপ বাড়বে। তিনি বলেন, "এটা একটা চেনা ছবি। ওপেনারেরা ভাল খেলবে। তার পর মাঝের ওভারে পর পর উইকেট পড়ে রান কমে যাবে। মিডল অর্ডারে জুটি না হলে ২০০ বা তার বেশি রান কী ভাবে হবে? তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ১০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০০ রান করেছিল ভারত। পরের ১০ ওভারে ৭ উইকেট পড়ে গেল। ৫০-৬০ রান হল। এ ভাবে হবে না।"

সবচেয়ে চিন্তা বাড়াচ্ছে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ফর্ম। দীর্ঘ দিন তাঁর ব্যাটে রান নেই। রিচা ও ভারতীর খেলার ধরন অনেকটা একই রকম। তাঁরা উইকেটের চিন্তা না করে বড় শট খেলার চেষ্টা করেন। ফলে হরমনকে আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত। সেটাই পারছেন না তিনি। ফাতিমা সানার পাকিস্তান কিন্তু নজর রাখছে।

ফের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সরব আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন, ৭২ ঘণ্টার বনধের ডাক আজ

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ২০২৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তগুলি দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্ব। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের।

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ এই বনধ কর্মসূচির ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা দাবি করেন, ২০২৪ সালে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা হয়। কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল, তার অনেকগুলিই এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি।

নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে বারবার সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে এনএলএফটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা জানান, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে টানা ৭২ ঘণ্টা রাজ্যজুড়ে বনধ কর্মসূচি পালন করা হবে। বনধ চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে জমায়েত, বিক্ষোভ ও আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে সতর্ক করে বলা হয়, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলাকালীন কোনও ধরনের বলপ্রয়োগ বা বাধা সৃষ্টি করা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে। আন্দোলনকারীদের উপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলপ্রয়োগ করা হলে তার পরিণতি ভালো হবে না বলেও সাংবাদিক সম্মেলন থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধুমাত্র বনধ পালন করাই তাদের লক্ষ্য নয়। ২০২৪ সালের চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এই ৭২ ঘণ্টার বনধকে কেন্দ্র করে রাজ্যের স্বাভাবিক জনজীবন ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে বৈঠক

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ত্রিপুরা রাজ্য নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি, নির্বাচনী কৌশল এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দলের ভূমিকা ও দায়িত্ব কীভাবে আরও সুসংগঠিত করা যায়, তা নিয়েও নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ, রাজ্য সহ-সভাপতি অমিত রক্ষিত, তাপস মজুমদার, অজন্তা ভট্টাচার্য, উত্তরা দেববর্মা, তাপস ভট্টাচার্যসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বিজেপির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নির্বাচনে দলের অবস্থান এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি আরও মজবুত করতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে।

গাড়ির কাচে বেআইনি কালো কাগজ, পুলিশের স্পেশাল ড্রাইভ

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: গাড়ির কাচে বেআইনিভাবে কালো কাগজ বা সানফিল্ম লাগানোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় বৃহস্পতিবার পুলিশের উদ্যোগে স্পেশাল ড্রাইভ চালানো হয়।

অভিযানের সময় যেসব গাড়ির কাচে বেআইনিভাবে কালো কাগজ লাগানো ছিল, সেগুলি পুলিশের পক্ষ থেকে খুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে গাড়ির মালিক ও চালকদের এ ধরনের বেআইনি কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

পশ্চিম থানার ওসি সঞ্জিত সেন জানান, যারা নিয়ম ভেঙে গাড়ির কাচে কালো কাগজ লাগিয়ে রেখেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযানে তাঁর সঙ্গে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং বটতলা ফাঁড়ির ওসিও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। আইন অমান্য করে গাড়ির কাচে কালো কাগজ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির আওতায় খোয়াই পৌর পরিষদ ও ওএনজিসির মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

আগরতলা , ৩ সেপ্টেম্বর: স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে খোয়াই পৌর পরিষদ ও ওএনজিসির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য খোয়াই পৌর পরিষদ এলাকায় উৎপন্ন বর্জ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন রাখা।

এই কর্মসূচির আওতায় খোয়াই পৌর পরিষদ এলাকার প্রায় ১০০টি স্ব-সহায়ক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়েছে। বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই কো-অপারেটিভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা ওএনজিসির পক্ষ থেকে এক কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থের মাধ্যমে পৌর এলাকায় উৎপন্ন বর্জ্য আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় খোয়াই পৌর পরিষদ কার্যালয়ে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ওএনজিসির জেনারেল ম্যানেজার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা, মহকুমা শাসক তথা খোয়াই পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নির্মল কুমার ঝা এবং পৌর পরিষদ ও ওএনজিসির অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা বলেন, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে খোয়াই পৌর এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। এর মাধ্যমে খোয়াই শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব করে তোলা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিকল অ্যাম্বুলেন্স, কমলপুর-আমবাসা রোডে যানজট

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: ব্যস্ত সড়কের মাঝখানে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স বিকল হয়ে পড়ে থাকায় চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে কুলাই এলাকায়। কমলপুর-আমবাসা সড়কের উপর দীর্ঘক্ষণ ধরে অ্যাম্বুলেন্সটি পড়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং তৈরি হয়েছে যানজট।

জানা গেছে, টিআর০১জি১১৩৭ নম্বরের সরকারি অ্যাম্বুলেন্সটির সামনের বাম দিকের চাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এরপর সেটি রাস্তার মাঝখানেই থেমে যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে অ্যাম্বুলেন্সটির পাশে সতর্কতামূলকভাবে গাছের ডাল রাখা হলেও, সরু ও ব্যস্ত সড়কের উপর গাড়িটি পড়ে থাকায় যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে সড়কের একাংশ আটকে থাকায় নিত্যযাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং দূরপাল্লার যানবাহনের চালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ব্যস্ততম এই সড়কে যেকোনও সময় বড় ধরনের যানজট তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও করছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত বিকল অ্যাম্বুলেন্সটি রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হোক। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ যুবক আটক

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: কৈলাশহর থানার অন্তর্গত অরবিন্দনগর কলোনিতে ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করতে গিয়ে এক যুবককে হাতেনাতে আটক করে এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই যুবককে থানায় নিয়ে যান।

জানা গেছে, ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই যুবক এলাকায় এসেছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সন্দেহ হওয়ায় এলাকাবাসী তাকে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পরে পুলিশের তল্লাশিতে আটক যুবকের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আটক যুবকের বাড়ি রাঙ্গাউটি এলাকায়।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অরবিন্দনগর কলোনিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইয়াবাগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাশহার থানার পুলিশ।

দা দিয়ে কুপিয়ে জনজাতি গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ, অধরা অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ সেপ্টেম্বর: প্রায় এক মাস আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন জম্পুইজলা ব্লকের উজান পাথালিয়া ঘাট এলাকার স্বামীহারা জনজাতি গৃহবধূ আইডিসরি মলসুম। অভিযোগ, গত ২৭ আগস্ট রাতে তাঁর ঘরে ঢুকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন উদয়পুরের কিল্লা এলাকার বাসিন্দা ধন্যমোহন জমাতিয়া।

পরিবারের অভিযোগ, একটি বোলেরো গাড়ি আইডিসরি মলসুমের নামে লিখে দেওয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় ধন্যমোহন জমাতিয়া ধারালো দা দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলায় গুরুতর জখম হন আইডিসরি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দীর্ঘ চিকিৎসার পর বর্তমানে বাড়ি ফিরলেও ঘটনার আতঙ্ক কাটেনি আক্রান্ত গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস ছয় দিন ধরে দুই থানার পুলিশ অভিযুক্তকে খুঁজলেও তিনি এখনও অধরা।

এদিকে, আজ আক্রান্ত মহিলার বাড়িতে যান বিশ্রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অজিত দেববর্মা। সেখানে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয়এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও অভিযুক্তকে কেন গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না? পরিবারের দাবি, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি পুলিশ।

পরিবারের আরও অভিযোগ, অভিযুক্ত বোলেরো গাড়ি নিয়ে পলাতক রয়েছেন। এতদিনেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আক্রান্তের পরিবার। তাঁদের প্রশ্ন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে এত দেরি কেন হচ্ছে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের আধুনিক বাইক চুরি, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল সন্দেহভাজন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলার নন্দননগর এলাকায় রাতের অন্ধকারে বাইক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চুরি যাওয়া বাইকের মালিক দুলাল শীল। ঘটনার পর আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাইকটি নিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গতকাল রাতে নন্দননগর এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে নিজের বাইকটি রেখে যান দুলাল শীল। সকালে উঠে তিনি দেখতে পান, সেখানে বাইকটি নেই। এরপর আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও বাইকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ঘটনাস্থল ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। ফুটেজে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাইকটি নিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই ফুটেজের সূত্র ধরে সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করে দ্রুত চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন বাইকের মালিক।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দননগর এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও যদি চোরেরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

বাইক চুরির ঘটনায় তদন্ত শুরু করে সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত এবং দ্রুত বাইক উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন দুলাল শীল। পুলিশি তদন্তে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির পরিচয় ও বাইকের অবস্থান সম্পর্কে শিগগিরই তথ্য সামনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, আটক ৫

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল অসম রাইফেলস ও শ্রীভূমি পুলিশের যৌথ বাহিনী। যৌথ অভিযানে শ্রীভূমি জেলার বদরপুরের সাধারণ এলাকায় প্রায় ১৪ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ইয়াবার মোট ওজন প্রায় ১.৪ কেজি, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২.৫ কোটি টাকা। অভিযান চলাকালীন মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি গাড়ি, একটি আল্টো, ও পাঁচটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

অসম রাইফেলস সূত্রে জানানো হয়েছে, যৌথ বাহিনীর হাতে আটক পাঁচজন এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা ও তদন্তের জন্য শ্রীভূমি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাবারের গোডাউনে চুরি, সাড়ে ৩৫০ কেজি রাবারের শিট উধাও

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: রাবারের গোডাউনের তালা কেটে প্রায় সাড়ে ৩৫০ কেজি রাবারের শিট চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জম্পুইজলার প্রমোদনগর এলাকায়। চুরি যাওয়া রাবারের বাজারমূল্য আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছেন গোডাউনের মালিক।

জানা গেছে, জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর ভিলেজের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়া এলাকায়. জম্পুইজলা - প্রমোদনগর সড়কের পাশে রাবার ব্যবসায়ী বসির মিয়ার একটি গোডাউন রয়েছে। অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে চোরের দল গোডাউনের তালা কেটে এবং দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। এরপর গোডাউনে মজুত থাকা প্রায় সাড়ে ৩৫০ কেজি রাবারের শিট নিয়ে চম্পট দেয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে গ্রামের বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। গোডাউন মালিক বসির মিয়ার দাবি, চুরি যাওয়া রাবারের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

ঘটনার খবর অমরেন্দ্রনগর পুলিশ ফাঁড়ি এবং বিশ্রামগঞ্জ থানায় দেওয়া হলেও পুলিশ দীর্ঘ সময় পরও ঘটনাস্থলে আসেনি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুরির ঘটনায় কারা জড়িত এবং কীভাবে এত পরিমাণ রাবারের শিট নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। পুলিশের তদন্ত শুরু হলে চুরির ঘটনায় আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

অরবিন্দনগর কলোনিতে ইয়াবাসহ যুবক আটক, চাঞ্চল্য

কৈলাসহর, ৩ সেপ্টেম্বর: ইয়াবা বিক্রি করতে এসে এলাকাবাসীর হাতে এক যুবক আটক হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহর থানার অন্তর্গত অরবিন্দনগর কলোনি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ইয়াবা বিক্রির উদ্দেশ্যে অরবিন্দনগর কলোনিতে আসেন ওই যুবক। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে এলাকাবাসী তাকে আটক করেন বলে অভিযোগ। পরে খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশের তল্লাশিতে আটক যুবকের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্রোপচারের পর ঊনকোটি নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে ফের প্রতারণার অভিযোগ, সরব রোগীর পরিজন

কৈলাসহর, ৩ সেপ্টেম্বর: চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের সংবাদ শিরোনামে কৈলাসহরের ঊনকোটি নার্সিং হোম। এবার সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের পর নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন রোগীর পরিজনরা।

কৈলাসহরের ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলকাস মিয়ার বোন আয়াতুন বিবি অসুস্থ হয়ে আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি নার্সিং হোমে যান। আলকাস মিয়ার অভিযোগ, সেখানে চিকিৎসার নামে প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কায় তিনি বোনের অস্ত্রোপচার না করিয়েই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আয়াতুন বিবির বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন বলে পরিবারের দাবি।

এর আগে কয়েকদিন পূর্বে সংবাদ প্রতিনিধিদের কাছে এসে আলকাস মিয়া ঊনকোটি নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি নার্সিং হোমটিকে 'নার্সিং হোম নয়, কসাইখানা' বলে অভিযোগ করেন এবং রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে চিকিৎসার নামে প্রতারণা করা হয় বলে দাবি করেন।

এই বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঊনকোটি নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সিইও রাজীব রায়। তিনি আলকাস মিয়ার সমস্ত অভিযোগকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে দাবি করেন। রাজীব রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৮ আগস্ট আলকাস মিয়া তাঁর বোন আয়াতুন বিবিকে চিকিৎসার জন্য নার্সিং হোমে নিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে একটি ইউএসজি রিপোর্টও ছিল এবং সেই রিপোর্টে অ্যাপেন্ডিক্সের উল্লেখ ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে, পরবর্তীতে গত ২৬ আগস্ট আয়াতুন বিবিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান আলকাস মিয়া। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরদিন, ২৭ আগস্ট সরকারি হাসপাতালেই আয়াতুন বিবির অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসক পল্লব দেববর্মা।

অন্যদিকে, নার্সিং হোমের সিইও রাজীব রায়ের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যের পর ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলকাস মিয়া ও তাঁর ভাই সাদ্দাম হোসেন। ২ সেপ্টেম্বর আয়াতুন বিবিকে সরকারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে জেলা হাসপাতালে স্থানীয় সংবাদ প্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন তাঁরা।

আলকাস মিয়ার দাবি, পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী, ঊনকোটি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী, জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পরই নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ 'মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে' বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

আলকাস মিয়ার প্রশ্ন, তাঁর বোনের অ্যাপেন্ডিক্সের সমস্যা না থাকলে তিনি কেন অস্ত্রোপচারের জন্য চাপ দেবেন? তাঁর দাবি, তিনি বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং সেই কারণেই বোনকে শেষ পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন।

অন্যদিকে, আলকাস মিয়ার ভাই সাদ্দাম হোসেনও ঊনকোটি নার্সিং হোমের সিইওর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামের মানুষকে অপমান করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ কিছু বোঝেন না বা সংবাদমাধ্যম ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে জানেন না, এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। সাদ্দাম হোসেনের প্রশ্ন, গ্রামের মানুষ যদি নিজেদের সমস্যার কথা প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যমের কাছে জানাতেই না পারেন, তাহলে গ্রামে কি 'ভূত' বসবাস করে? পুরো ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি সামনে আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ এবং ঊনকোটি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের পাল্টা বক্তব্য ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

জল সংরক্ষণ ও পানীয় জলের নিরাপত্তা নিয়ে দিল্লিতে জলশক্তি মন্ত্রকের সম্মেলন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: জল সংরক্ষণ, জলসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা নিয়ে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী 'ডিপার্টমেন্টাল সামিট অন ওয়াটার'-এ ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে নয়াদিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সচিব এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

সম্মেলনে জল সংরক্ষণ, জলসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জলাশয় ও জল উৎসের পুনরুজ্জীবন এবং জল জীবন মিশনের কার্যকর বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সম্মেলনে ত্রিপুরার জল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা, সাফল্য এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্যের সফল উদ্যোগ ও সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে ত্রিপুরায় জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি জলসম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সমন্বিত উদ্যোগের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয় সম্মেলনে।

জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেনিস হলঘরে চুরি, স্টেট মিটের আগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর: চড়িলামের ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের টেবিল টেনিস হলঘরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে চোরের দল হলঘরে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দামি কপারের তার কেটে নিয়ে যায়। এর জেরে বর্তমানে গোটা টেবিল টেনিস হলঘর বিদ্যুৎহীন হয়ে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে।

জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ওই হলঘরে টেবিল টেনিসের স্টেট মিট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করা হবে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ঠিক আগে হলঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং অভিভাবকরা।

বিশেষভাবে বিপাকে পড়েছেন এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শারীরশিক্ষক গিরিধারী দেবনাথ। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। হলঘরে বিদ্যুৎ না থাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণও ব্যাহত হচ্ছে।

স্টেট মিটের আগে দ্রুত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মেরামত করে হলঘরটি ফের ব্যবহারের উপযোগী করার দাবি উঠেছে। একইসঙ্গে চুরির ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করছে উত্তম দ্য মহানায়ক

৩ সেপ্টেম্বর ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স কলকাতার ICCR-এর যামিনী রায় গ্যালারিতে বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এক প্রদর্শনী 'উত্তম - দ্য মহানায়ক'-এর আয়োজন করেছিল।

এই বিশেষ প্রদর্শনীতে মহানায়ক উত্তম কুমারের জীবন ও সময়ের নানা স্মরণীয় নিদর্শন তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে ছিল তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের পোস্টার ও প্রচারসামগ্রী, বিখ্যাত চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র, কিংবদন্তি সহ-অভিনেতা ও তৎকালীন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন ছবি, গ্রামোফোন রেকর্ডের কভার এবং আরও নানা সংগ্রহ। সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় উত্তম কুমারের স্বর্ণযুগের সেই বহুল ভালোবাসার স্মৃতিময় সময়ে।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু তারকা অতিথি এবং উত্তম কুমারের অসংখ্য অনুরাগী। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি কার্যত 'হাউসফুল'-এর চেহারা নেয়।

দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'উত্তম কুমার পিকচার পোস্টকার্ড'-এর একটি বিশেষ সেট প্রকাশের মাধ্যমে। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়, উত্তম কুমারের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে পোস্টকার্ডগুলি প্রকাশ করেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas